২০৫০ সালের মধ্যে ক্যানসার বাড়বে ৭৫ শতাংশের বেশি: হু

সারে-জমিন

রাহুলকে বিড়ি বাঁধা শিখালেন রিমা খাতুন

রূপসী বাংলা

ঝাড়খণ্ডের নতুন মুখ্যমন্ত্রী কি সরকার টেকাতে পারবেন

সম্পাদকীয়

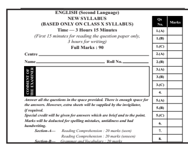

মাধ্যমিক ২০২৪: শেষ মুহূর্তের ইংরেজি মকটেস্ট

স্টাডি পয়েন্ট

‘ভাইরাল’ হয়ে জাতীয় দলে আসা বশিরের এখন প্রমাণের সময়

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪
১৭ মাঘ ১৪৩০
২০ রজব, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

*Invitation price: RS. 3.00

Vol.: 19 ■ Issue: 32 ■ Daily APONZONE ■ 2 February 2024 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

মাধ্যমিকের অ্যাডমিট পেতে স্কুলকে জরিমানা ১০ হাজার টাকা!

আপনজন ডেস্ক: নিয়মিত স্কুলে এলেও অনুপস্থিত দেখানোয় মাধ্যমিকের রেজিস্ট্রেশন ও অ্যাডমিট কার্ড না মেলায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন হাওড়ার শ্যামপুরের চাঁদপুর উপেন্দ্রনাথ হাইস্কুলের ছাত্রী রাবিয়া খাতুনের বাবা সেখ মইদুল ইসলাম। বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু সেই মামলায় মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে অ্যাডমিট কার্ড ১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে দেওয়ার নির্দেশ দেন ছাত্রীর ভবিষ্যতের কথা ভেবে। কিন্তু ২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে আলাদা করে অ্যাডমিট দেওয়ার অসুবিধার কথা জানান। যদিও স্কুলের প্রধান শিক্ষক আদালতে তাদের ভুল স্বীকার করে বলেন, ছাত্রীর কোনও দোষ নেই। তাকে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আইনজীবী ১০ হাজার টাকা স্কুল দিলে তবেই বিশেষভাবে রেজিস্ট্রেশন ও অ্যাডমিট কার্ড দেওয়া যেতে পারে বলে জানান। এর পর বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু স্কুলের প্রধান শিক্ষককে নির্দেশ দেন স্কুলকেই এই জরিমানার টাকা মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে দিতে হবে। যাতে ১ ফেব্রুয়ারির অ্যাডমিট হাতে পেয়ে ২ ফেব্রুয়ারি থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসতে পারে ওই ছাত্রী।

কেন্দ্রীয় সরকারকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন তৃণমূল নেত্রী

আমাকে জেলে দিলে জেল ফুটো করে বেরিয়ে আসব: মমতা

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার নদিয়ার শান্তিপুরে এক প্রশাসনিক সভায় কেন্দ্রীয় সরকারকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেন, তাকে জেলে ঢোকানো হলে তিনি জেল ফুটো করে বেরিয়ে আসবেন। মমতা বলেন, ভারতের সবাইকে জেলে ঢুকিয়ে দিলে কিছুই হবে না। ভয় দেখিয়ে সবাইকে যেমন জেলে ভরছেন আমাকেও যদি জেলে ভরেন. জেল ফুটো করে বেরিয়ে আসব। তিনি বিজেপির উদ্দেশ্যে বলেন, মনে রাখবেন নির্বাচনে জেতার জন্য সবাইকে জেলে পুরছেন! আমাদের সবাই চোর আর আপনারা কি সাধু? কোটি কোটি টাকা খরচা করে, গ্যাসের দাম বাড়িয়ে, রেশন বন্ধ করে দিয়ে, একশ দিনের কাজের টাকা না দিয়ে, বাংলায় ঘর করতে না দিয়ে, চোরেদের জমিদার জোরদার। চোরের মায়ের বড় গলা, শুন্য কলসি বড্ড বাজে বেশি। আজকে ক্ষমতায় আছে তাই সাথে এজেন্সি নিয়ে ঘুরছে। কাল ক্ষমতায় থাকবে না সব উধাও হয়ে যাবে সব বিদায় নেবে এটা মাথায় রাখবেন।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থাগুলির বিরোধী দলগুলির বিরুদ্ধে তৎপরতা বেড়েছে বলেও দাবি করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাদের উদ্দেশ্য নির্বাচনের আগে সবাইকে জেলে ঢোকানো। কিন্তু তাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, তারা এখন যেহেতু ক্ষমতায় আছে সেহেতু তারা কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলোকে ব্যবহার করতে পারে। আগামীকাল যখন তাদের ক্ষমতা থেকে উৎখাত করা হবে তখন কী হবে?’

সিএ প্রসঙ্গেও বিজেপিকে আক্রমণ করেন। পাশাপাশি সীমান্তবর্তী এলাকায় যে গরু চুরির অভিযোগ করছে তা নিয়ে বিএসএফকে করা আক্রমণ করেন তিনি। তিনি বলেন সেখানে নিরাপত্তা এবং সজাগ থাকার দায়িত্ব বিএসএফের।

এদিন কৃষ্ণনগরে এক কিলোমিটার এর একটি রোড শে করে তিনি শান্তিপুরে প্রবেশ করেন। প্রায় ৪০ মিনিট ধরে তিনি বক্তব্য রাখেন। প্রথমে নদিয়া জেলায় যে সমস্ত উন্নয়ন ঘটেছে তার পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। তিনি বলেন, নদিয়া জেলায় ৭৫৩ কোটি টাকার প্রোজেক্ট আমরা বিভিন্ন পর্যায়ে শুরু করতে চলেছি। পথশ্রী প্রকল্পে ২৯৮টি রাস্তা নদিয়া জেলায় শুরু হয়েছে। অন্যদিকে হরিণঘাটা এবং চাকদা পৌরসভায় জল সরবরাহ প্রকল্পে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, শান্তিপুরের শাড়ির কথা মাথায় রেখে জেলা শাসক কে আবেদন করা হচ্ছে যাতে কৃষ্ণনগর এবং রানাঘাটে একটি করে বিগ বাজার তৈরি করা হয়। যেখানে নিজের হাতে যারা কাপড় তৈরি করে তারা যাতে বিক্রির সুযোগ পায়। তিনি বলেন বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্য দিয়ে নদিয়া জেলায় প্রায় ২ লক্ষ ৩২ হাজার মানুষের কাছে পরিষেবা পৌঁছে যাবে। যারা বর্তমানে লক্ষ্মীর ভান্ডার এবং বিধবা ভাতা পান না তারা আজ থেকেই এই পরিষেবা পাবেন। অন্যদিকে তিনি বলেন মায়াপুর ইসক কে ৭০০ একর জমি প্রদান করা হয়েছে সরকারের তরফে। সেখানে প্রচুর কর্মসংস্থান হবে। পাশাপাশি তিনি এর আগেই নবদ্বীপকে হেরিটেজ শহর হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন আজও সেই কথা তুলে ধরেন সাধারণ মানুষের কাছে। অন্যদিকে নিজের দলের নেতা মন্ত্রীদের দুর্নীতির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বলেন, মনে রাখবেন এত বড় সরকার এত বড় দল সিপিএমের কিছু লোক ঢুকেছিল আমাদের সাথে কংগ্রেসের ও লোক ঢুকেছিল। দুই একজন যদি চোর হয় তাদের তাড়িয়ে দিন এবং আপনারা ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। কিন্তু তৃণমূলকে চোর বলবেন না মা মাটি মানুষের সরকারকে চোর বলবেন না। আমরা লড়ি, আমরা মানুষের জন্য কাজকরি। সব থেকে বড় চোরেরা এখন মুখ লুকিয়ে বসে আছে। কোটি কোটি টাকা খরচ করে শুধু প্রণাম করলে হয়ে গেল। বিজেপি সরকার বলছে একটাই আইন থাকবে। কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের রীতিনীতি আলাদা আলাদা রয়েছে।

ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা সমাবেশে কংগ্রেস-সিপিএমের ঐক্য প্রদর্শনেরও সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। বিজেপিকে সাহায্য করার লক্ষ্যে সিপিএম ও কংগ্রেস একজোট হয়েছে। আমি এমন অপবিত্র জোট করায় বিশ্বাস করি না। আমি শুধু সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজ করি। লোকসভার বহিষ্কৃত সাংসদ তথা প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে আগামী নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী হিসেবে ফের প্রার্থী করা হবে বলেও স্পষ্ট করে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, মহুয়াকে বহিষ্কার করার স্বাধীনতা আপনাদের আছে। কিন্তু বিপুল জনসমর্থন নিয়ে তিনি আবারও জয়ী হবেন।

অন্তর্বর্তী বাজেটে কোন দিশা নেই, বিরোধীরা বলল এটা বিজেপির ‘বিদায়ী বাজেট’

আপনজন ডেস্ক: বৃহস্পতিবার ২০২৪-২৫ বর্ষের জন্য দেশের অন্তবর্তী বাজেট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। তিনি বলেন, সরকারের লক্ষ্য হল ২০৪৭ সালের মধ্যে দেশকে একটি উন্নত ভারতে পরিণত করা। মাত্র ৫৬ মিনিটেই শেষ হয়ে যায় তার বাজেট বক্তৃতা। অথচ তিনি ২০২০ সালে দুই ঘন্টা চল্লিশ মিনিটের দীর্ঘতম বাজেট বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ২০১৯ সালে ভারতের প্রথম পূর্ণ সময়ের মহিলা অর্থমন্ত্রী হিসাবে, শ্রীমতী সীতারামনের বাজেট বক্তৃতা ২ ঘন্টা ১৭ মিনিট স্থায়ী হয়েছিল। ২০২১ সালে তার ভাষণ ছিল এক ঘন্টা ৫০ মিনিট, ২০২২ সালে ৯২ মিনিট এবং ২০২৩ সালে ৮৭ মিনিট।

এদিনের এই প্রাক-নির্বাচনী বাজেট থেকে প্রথম যে জিনিসটি জানা দরকার, তা হল এটি ভোটারদের জন্য একটি অনুভূতি-ভাল বাজেট নয় - কোনও কর বা ভর্তুকি ছাড় নেই। এটি এমন একটি সরকারের কাছ থেকে বাজেট যা সর্বোচ্চ আত্মবিশ্বাসী যে এটি কোনও হ্যান্ডআউট দেওয়ার প্রয়োজন ছাড়াই পুনরায় নির্বাচনে জিততে পারে।

পরিবর্তে, বাজেট কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বৃদ্ধির প্রচারের জন্য রেকর্ড মূলধন ব্যয় এবং এপ্রিল-মে ভোটের জন্য আরও বিনিয়োগ টানতে রাজস্ব দায়বদ্ধতার উপর জোর দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কথায়, এই বাজেটের লক্ষ্য দেশকে “একটি সুমধুর বিন্দুতে” রাখা। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের বছরে মোদি সরকার মধ্যবিত্তের মন জয় করতে আয়কর ছাড়ের সীমা বাড়িয়ে দিয়েছিল। এবার তেমন ধরনের কোনো জনমুখী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা

হয়নি। অন্তর্বর্তীকালীন বাজেটে সীতারমন বরেছেন, আগামী পাঁচ বছরে আরও দুই কোটি ঘর নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা। রুফটপ সোলার সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে এক কোটি পরিবার প্রতি মাসে ৩০০ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ পাবে। প্রতিটি পরিবার বার্ষিক ১৫০০০ থেকে ১৮০০০ টাকা সাশ্রয় করবে বলে আশা করা হচ্ছে।সমস্ত আশা কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং সহকারীরা স্বাস্থ্যসেবা কভারেজে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের আওতায় রয়েছে। ৪০০০০ সাধারণ রেলওয়ে কোচকে ‘বন্দে ভারত’ স্ট্যান্ডার্ডে রূপান্তরিত করা হবে। পেশাদারদের জন্য সম্ভাব্য কর সীমা ৫০ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭৫ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। সরকার আরও মেডিকেল কলেজ নির্মাণ করবে, বিদ্যমান হাসপাতালের অবকাঠামো ব্যবহার করা হবে।

এই বাজেট নিয়ে বিরোধীরা তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। কেন্দ্রের অন্তর্বর্তী বাজেটে অখিলেশ যাদব বলেছেন যে বাজেট যদি উন্নয়নের জন্য না হয় এবং যদি জনগণের জন্য কোনও উন্নয়ন না হয় তবে তা অর্থহীন। জনবিরোধী বাজেটের এক দশক পূর্ণ করে, বিজেপি সরকার একটি বিব্রতকর রেকর্ড তৈরি করেছে যা আর কখনও ভাঙবে না কারণ এখন একটি ইতিবাচক সরকারের সময়। এটা বিজেপির ‘বিদায়ী বাজেট’

আম আদমি পার্টির রাজ্যসভার সদস্য স্বাতি মালিওয়াল অন্তর্বর্তী বাজেট প্রসঙ্গে বলেছেন, দেশে বেকারত্ব এবং মুদ্রাস্ফীতি শীর্ষে রয়েছে। তবে বেকারত্ব এবং মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সরকার কী ব্যবস্থা নেবে সে সম্পর্কে এই বাজেটে কিছুই বলা হয়নি।

সাংসদ দানিশ আলি বলেছেন, ইভিএম এবং চণ্ডীগড়ের মেয়র নির্বাচনে যাই ঘটুক না কেন, বিজেপি ভেবেছিল তারা এই জাতীয় কৌশল অবলম্বন করে ক্ষমতায় ফিরে আসবে, কিন্তু জুলাই মাসে বিজেপির অর্থমন্ত্রী বাজেট পেশ করবেন না। এই সরকারে শব্দবাজি ও বিভেদ সৃষ্টির প্রতিযোগিতা চলছে। আজও একই ঘটনা ঘটেছে।

শিবসেনা (ইউবিটি) সাংসদ প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদী অন্তর্বর্তী বাজেটে বলেছেন, বলা এবং করার মধ্যে একটি বড় পার্থক্য রয়েছে, আমরা গত ১০ বছর ধরে এটিই দেখছি। এতে দরিদ্র, নারী ও যুবকদের জন্য কিছুই নেই। এই বাজেট শীত মরশুমে সাধারণ মানুষের আশায় জল ঢেলে দিয়েছে।তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ শান্তনু সেন বলেন, ‘এই বাজেট অন্তঃসারশূন্য, দিশাহীন ও গরিব-বিরোধী।

আলিগড়ের সংখ্যালঘু মর্যাদা নিয়ে রায়দান স্থগিত সুপ্রিম কোর্টের

আপনজন ডেস্ক: প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন ৭ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ বৃহস্পতিবার আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়কে (এএমইউ) সংখ্যালঘু মর্যাদা দেওয়ার বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত স্থগিত রেখেছে। বেঞ্চ আট দিন ধরে উভয় পক্ষের যুক্তিতর্ক শুনেছে। বিচারপতি সঞ্জীব খান্না, বিচারপতি সূর্যকান্ত, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা, বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত, বিচারপতি মনোজ মিশ্র এবং বিচারপতি এসসি শর্মাকে নিয়ে গঠিত সাংবিধানিক বেঞ্চে ২০০৬ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের একটি উল্লেখের শুনানি চলছিল, যেখানে বলা হয়েছিল এএমইউ কোনও সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান নয়। ২০১৯ সালে সুপ্রিম কোর্টের তিন বিচারপতির বেঞ্চ বিষয়টি ৭ বিচারপতির বেঞ্চে পাঠায়। এই মামলায় যে প্রশ্নগুলি উঠে আসে তার মধ্যে একটি হল একটি সংবিধি (এএমইউ আইন ১৯২০) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত কোনও বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যালঘু মর্যাদা দাবি করতে পারে কিনা। এস আজিজ বাশা বনাম কেন্দ্রীয় মামলায় সুপ্রিম কোর্টের ১৯৬৭ সালের রায়ে এএমইউ-এর সংখ্যালঘু মর্যাদা প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং ১৯৮১ সালে এএমইউ আইনের সংশোধনী, যা এএমইউকে সংখ্যালঘু মর্যাদা দিয়েছিল। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় এবং এএমইউ ওল্ড বয়েজ অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিত্ব করেন সিনিয়র অ্যাডভোকেট ডঃ রাজীব ধাওয়ান এবং মিঃ কপিল সিব্বল, মিঃ সলমন খুরশিদ, মিঃ শাদান ফরাসাত, যিনি হস্তক্ষেপকারীদের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারে পক্ষে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল আর ভেঙ্কটরমণি এবং সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। আইনজীবী ও বেঞ্চের সামনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপন করা হয়। সংবিধি আইন এবং এএমইউর ইতিহাস সহ বিভিন্ন সংশোধনী আইন বিশ্লেষণ করে আলোচনা করা হয়েছিল। এদিন ছিল শুনানির অষ্টম দিন।

গো-হত্যা করে থানার সামনে মৃতদেহ রাখায় ধৃত বজরং দলের কর্মী

আপনজন ডেস্ক: উত্তরপ্রদেশ পুলিশ জানিয়েছে, দক্ষিণপন্থী বজরং দলের তিন সদস্য গরু জবাই করে একটি থানার কাছে মৃতদেহ রাখে। এই ঘটনায় বজরং দলের তিন সদস্যকে ও গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে যে অভিযুক্তরা থানার কাছে মৃতদেহের ভিডিও তৈরি করে এবং সেগুলি সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করে। তারা জেলাশাসক ও অন্যান্য সরকারি আধিকারিকদের ট্যাগ করে এবং গোহত্যা প্রতিরোধ না করার জন্য এসএইচও-র বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে থানার সামনে বিক্ষোভ দেখায়।

ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদ জেলার চাজালট থানার কাছে। ধৃতরা হলবজরং দলের নেতা সুমিত বিষ্ণোই ওরফে মনু, রমন চৌধুরি, রাজীব চৌধুরি। এছাড়া গ্রেপ্তার হয় শাহাবুদ্দিন নামে এক ব্যক্তিও। পুলিশি তদন্তে জানা গিয়েছে, বজরং দল কর্মীরা ছাজালট থানা থেকে এসএইচও সত্যেন্দ্র শর্মাকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য এই কাজ করেছিল। উল্লেখ্য, গত ১৬ জানুয়ারি ছাজালহাট থানার সমদপুর গ্রামের কাছেও একটি গরুর মৃতদেহ পাওয়া যায়।

জ্ঞানবাপি মসজিদে শুরু পূজা, হাইকোর্টের দ্বারস্থ মসজিদ কমিটি

আপনজন ডেস্ক: জ্ঞানবাপি মসজিদের একটি তেহখানায় হিন্দুদের প্রার্থনার অনুমতি দিয়ে বারাণসী আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বৃহস্পতিবার এলাহাবাদ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে জ্ঞানবাপি মসজিদ পরিচালনা কমিটি।আঞ্জুমান ইন্তেজামিয়া মসজিদ কমিটির আইনজীবী এসএফএ নকভি জানিয়েছেন, তারা জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদন করেছেন।

মসজিদের দক্ষিণ সেলারে অবস্থিত ব্যাস জি কা তেহখানায় পূজার অনুমতি দেওয়ার আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্ট মসজিদ কমিটির আবেদনের জরুরি শুনানি করতে অস্বীকার করার একদিন পরেই এই অগ্রগতি ঘটে।

বারাণসী জেলা আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে বুধবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। বারাণসী আদালত রায় দিয়েছিল, জ্ঞানবাপী মসজিদের সেলারে মূর্তির সামনে পুজো দিতে পারবেন এক পুরোহিত। সেই অধিকার নিশ্চিত করতে সাত দিনের সময়সীমা ধার্য করা হয়েছিল। ১২ ঘন্টা কাটতে না কাটতেই সেই পূজা শুরু হয়ে গেল। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত তিনটায় মসজিদ চত্বরের সেই ভূগর্ভস্থ কক্ষে (সেলার) পূজা-অর্চনা ও আরতি করা হয়েছে বলে জেলা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

এই পূজা-অর্চনার মধ্য দিয়ে কাশী বিশ্বনাথ মন্দির ও জ্ঞানবাপি মসজিদ বিতর্কের এক নতুন অধ্যায় শুরু হল। জেলা জজ কৃষ্ণ মোহন পান্ডে ওই বেজমেন্টে পূজার অনুমতি দেন। গতকালই ছিল তার কর্মজীবনের শেষ দিন। দ্রুত পূজা-অর্চনার আয়োজন করতে গতকাল রাত ১২ টায় বারানসির জেলা শাসক এস রাজালিঙ্গম ও জেলার পুলিশ কমিশনার অশোক জৈনের সঙ্গে হিন্দুরা বৈঠকে বসেন। সেই বৈঠকে ব্যবস্থাপনা চূড়ান্ত হয়। রাত তিনটেয় কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের আরতির সময়েই বেসমেন্টে শুরু হয় আরতি ও পূজা-অর্চনা। মসজিদ কর্তৃপক্ষ জেলা আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে যাওয়ার আগেই রাতারাতি পূজা শুরু হয়ে যায়।

ভর্তি চলিতেছে ভর্তি চলিতেছে

মদিনা মিশন

Regd. No. 1033/00241

চৌহাটি মদিনা নগর, মুসলিম পাড়া, পোস্ট: চৌহাটি, থানা: সোনারপুর, কলকাতা-৭০০১৪৯

পাঠক্রম প্রথম শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত

ভর্তি চলিতেছে প্রথম শ্রেণী হইতে নবম শ্রেণী পর্যন্ত

প্রথম শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত গরিব, এতিম অসহায় ছাত্রদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের সিলেবাস অনুযায়ী পড়ানো হয়। সরকারি সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়। সাথে সাথে দ্বীনি শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। বিনামূল্যে খাবার, বস্ত্র, চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে। আরবি স্তরের (আরবি হিফজ, কাফিয়া জামাত পর্যন্ত) শিক্ষা সাথে সাথে পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের সিলেবাস অনুযায়ী পড়ানো হয়। চার বার খাবারের ব্যবস্থা আছে। সপ্তাহে পাঁচ দিন আমিষ এবং দুই দিন নিরামিষ হয়।

ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্ররা শীঘ্রই যোগাযোগ করুন:

৯৮৩০৪ ০১০৫৭

সম্পাদক
মাওলানা ইমাম হোসেন মাযাহারী

প্রেসিডেন্ট
মুফতি লিয়াকত আলি

পথ নির্দেশ: বাসে, অটোয় গড়িয়া, কামালগাজি, সোনারপুর, বারুইপুর হইতে মালঞ্চ ফাঁড়ি নেমে কিংবা ট্রেনে ডায়মন্ডহারবার, লক্ষ্মীকান্তপুর, বারুইপুর লোকালে মল্লিকপুর নেমে রিকশায় বা হাঁটা পথে ১০ মিনিট দক্ষিণ চৌহাটি মদিনা নগর মিশন।

প্রথম নজর

ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যু, চাঞ্চল্য হাসনাবাদে

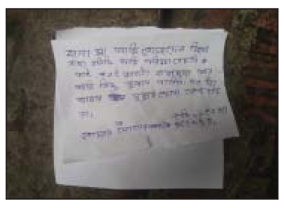

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য এলাকায়। বৃহস্পতিবার বিকালে ঘটনাটি ঘটেছে হাসনাবাদ ব্লকের পূর্ব শুলকুনি গ্রামে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মৃত ছাত্রীর নাম রেখা মণ্ডল(১৬)। বাড়ি হাসনাবাদের পূর্ব শুলকুনি গ্রামে । এদিন বিকালে পরিবারের সদস্যরা ঘরের মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থায় ওই ছাত্রীকে দেখতে পান । খবর পেয়ে হাসনাবাদ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে টাকী গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সূত্রের খবর, পূর্ব শুলকুনি গ্রামের বাসিন্দা মদন মণ্ডল কর্ম সূত্রে স্ত্রীকে নিয়ে ভিন রাজ্যে থাকেন। মেয়ে রেখা মণ্ডল বাড়িতে ঠাকুর্দা ঠাকুর্মার কাছে থেকে স্থানীয় একটি স্কুলে পড়াশুনা করত। এবছর তার মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসার কথা ছিল । মেয়ের মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য বাবা-মা ভিনরাজ্য থেকে বাড়িতে ফিরে আসেন। এদিন বিকালে ঘরের মধ্যে মেয়েকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান তারা। পাশে লেখা সুইসাইড নোট থেকে জানা যায় ওই ছাত্রী এবছর মাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষায় বসেনি। এত দিন সে বাবা-মাকে মিথ্যা কথা বলে এসেছে। তাই সে মাধ্যমিক পরীক্ষার আগের দিন আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে ।

"হিজাব ডে" পালন করল জি.আই.ও

শেখ লিয়াকত হোসেন ● হাওড়া

আপনজন: গালর্স ইসলামিক অর্গানাইজেশনের (জিআইও) হাওড়া জেলার শ্রীরামপুর ইউনিটের সদস্যারা ১লা ফেব্রুয়ারি বিশ্ব হিজাব ডে উপলক্ষে জোয়ারগোড়ী ইউনিয়ন হাইস্কুলের শিক্ষিকাদের, জোয়ারগোড়ী পঞ্চায়েত অফিসের মহিলা সদস্যাদের ও চন্ডীপুর হাসপাতালের নার্সদের মধ্যে গিফ্ট বিতরন করেন। গিফ্টগুলোতে ছিল আদর্শ মানব, শান্তিপথ পুস্তিকা। হিজাবের ওপর লেখা জি,আই,ওর ফোল্ডার। সেই সংগে ছিল ক্যাটবেরি ও গোলাপফুল।

এই গ্রুপের নেতৃত্বে ছিলেন জি, আই,ও-র শ্রীরামপুর ইউনিট প্রেসিডেন্ট লতিফা পারভিন ।

হিজাব ডে উপলক্ষ্যে তারা বিভিন্ন স্থানে হিজাবের ওপর কোরআনের আয়াতও লেখেন।

বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে জেলাশাসককে ডেপুটেশন শিক্ষকদের

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচি শিক্ষকদের। নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটির তরফে বৃহস্পতিবার পাঁচ দফা দাবিতে ডেপুটেশন দেয়া হয় জেলাশাসকের কাছে। এদিন ডেপুটেশন কর্মসূচির আগে জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখান সংগঠনের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এরপরেই তাঁদের একটি প্রতিনিধি দল জেলা শাসকের কাছে এগিয়ে ডেপুটেশন জমা দেন লিখিত আকারে। জানা গিয়েছে, মূলত মিড ডে মিলের দায়িত্ব থেকে শিক্ষকদের অব্যাহতি দেবার যাবি জানিয়েই এদিন আন্দোলনে নামেন শিক্ষক শিক্ষিকারা। এ বিষয়ে নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটির সম্পাদক শংকর ঘোষ জানান, 'মিড ডে মিল পরিচালনা সম্পর্কিত বিষয়ে নানারকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সেই সম্পর্কিত বিষয়ে আমরা আজ ডেপুটেশন কর্মসূচিতে শামিল হয়েছি। বর্তমানে শিক্ষার অধিকার আইন অনুসারে বিদ্যালয়ে পঠন পাঠন চলে। সেখানে উল্লেখ রয়েছে শিক্ষা বহির্ভূত কাজে শিক্ষকদের যুক্ত করা যাবে না। ২৭ নম্বর ধারায় উল্লেখ করা আছে, শিক্ষা বহির্ভূত কাজের বাইরে আমাদের বন্যা, খরা ও নির্বাচন, জনগণনা ইত্যাদি কাজে নিযুক্ত করা যেতে পারে। তার বাইরে অন্য কাজে নিযুক্ত করা যাবে না শিক্ষক দের। কিন্তু বিদ্যালয় গুলিতে শিক্ষক শিক্ষিকাদের দ্বারাই মিড ডে মিল ব্যবস্থা পরিচালিত হয়ে আসছে। আমরা ছাত্রছাত্রীদের কথা ভেবে এই কাজ পরিচালনা করে আসছি। অথচ এর মধ্যে দিয়ে আমাদেরকে নানাভাবে হ্যারেজমেন্ট করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে দুপুর ১২ টার মধ্যেই আমাদেরকে মেসেজ পাঠাতে হবে। অনেক স্কুলে পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই এবং প্রান্তিক এলাকার স্কুলগুলিতে নেট যথাযথভাবে কাজ করে না। এরফলে যথা সময়ে এসএমএস পাঠানো সম্ভব হয়ে উঠছে না। আমরা দাবি রাখছি পঠন-পাঠন শেষ হবার পরেই আমরা এই এসএমএস পাঠাবো।'

কাচের রেলিং ভেঙে জখম স্কুলের ছাত্রী, বিক্ষোভ অভিভাবকদের

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: রামপুরহাটের একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের ছাদ থেকে কাচের রেলিং ভেঙে পড়ে গিয়ে গুরুতর জখম ১০ বছরের এক চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী। ছাত্রীটির বাড়ি নলহাটি পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে। ঘটনাটি বুধবার দুপুরে টিফিনের সময় অন্যান্য সহপাঠীদের সাথে ছাত্রী নাইরা শাও স্কুলের দোতালায় খেলা করার সময় কাচের রেলিং ভেঙে নিচে পড়ে যায়। স্কুল কতৃপক্ষ তড়িঘড়ি জখম অবস্থায় ছাত্রীটিকে রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করা হয়।জখম ছাত্রীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে স্থানান্তর করা হয়েছে কোলকাতায়। যদিও স্কুল কর্তৃপক্ষ ঘটনা নিয়ে সেইসময় কোন মন্তব্য করতে চাননি।বেসরকারি স্কুলের এই ঘটনার পর স্কুলের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অভিভাবকরা। ছাদের দোতালায় কিভাবে কাচের রেলিং দেওয়া হল? কেন কাচের পর লোহার ব্যারিকেট দেওয়া হয়নি? সেই নিয়ে উঠছে নানা প্রশ্ন। যেখানে ছোট ছোট শিশুরা ওই ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে, জীবন গড়ার লক্ষ্যে পা দিয়েছেন, সেখানেই চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী তার জীবনের সাথে লড়াই করছেন বর্তমানে হাসপাতালে।এনিয়ে বৃহস্পতিবার অভিভাবকরা স্কুল কতৃপক্ষের নিকট বিক্ষোভ দেখান। প্রথমার্ধে যদিও স্কুল কতৃপক্ষ অভিভাবকদের সঙ্গে দেখা করতে চাননি। যার জন্য প্রায় তিন ঘণ্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে দেখা যায় অভিভাবকদের। শেষ পর্যন্ত সাক্ষাৎ করে স্কুলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন করেন। যেখানে ছোট ছোট শিশুদের জন্য এই স্কুল সেখানে শুধু কাঁচের ঘেরা রেলিং কেন? কেনো লোহার রেলিং লাগানো হয়নি। এবিষয়ে অভিভাবকদের অভিযোগ যে, ইতিপূর্বে অভিভাবক মিটিং এ কাঁচের রেলিং এর জায়গায় লোহার ব্যারিকেড লাগানোর কথা হলেও তা না লাগানোয় এই দূর্ঘটনা।

ন্যায়যাত্রার ফাঁকে রাহুলকে বিড়ি বাঁধা শিখালেন রিমা খাতুন

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: ১৪ই ফেব্রুয়ারি মনিপুর থেকে শুরু হয়েছে কংগ্রেসের ভারতজোড়ো ন্যায় যাত্রা। সেই যাত্রার নেতৃত্ব দিচ্ছেন রাহুল গান্ধি। রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে ভারত জোড়ো যাত্রা প্রবেশ করল মুর্শিদাবাদের ফারাক্কা, সামশেরগঞ্জ, সুতি, জঙ্গিপুরে। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে নটা নাগাদ ফারাক্কা, সামশেরগঞ্জের ডাকবাংলা জামিয়া কাটান ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক এলাকায় হয়ে সুতি, রঘুনাথগঞ্জ এলাকায় রাহুল গান্ধি প্রবেশ করতেই উচ্ছ্বাসে মেতে উঠেন কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা। রাহুল গান্ধির সঙ্গে ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী সহ প্রদেশ কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এদিন সুতির মধুপুর এলাকায় আকবর সেখের বাড়িতে বিড়ি বাঁধলেন রাহুল গান্ধি । রাহুলকে বিড়ি বাঁধা শিখালেন রিমা খাতুন তাদের সাথে বিড়ি বাঁধার কাজে হাত লাগান রাহুল গান্ধি। এদিন সামসেরগঞ্জে রাহুল গান্ধিকে স্বাগত জানান ব্লক কংগ্রেস সভাপতি ইমাম সেখ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। ফারাক্কা, সামশেরগঞ্জ,সুতি ও রঘুনাথগঞ্জে কংগ্রেসের হাজার হাজার কর্মী সমর্থক এবং সাধারন মানুষ কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধিকে স্বাগত জানান। রাহুল গান্ধির আগমন ঘিরে কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। এদিন ফারাক্কা, সামশেরগঞ্জ, সুতি, জঙ্গিপুর থেকে বহরমপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন রাহুল।

অসুস্থ চাঁদমণি বাস্কের মাধ্যমিকে বসার ব্যবস্থা করলেন ডা. আশাদুল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ঝাড়গ্রাম

আপনজন: তরুণ চিকিৎসক ডাঃ আশাদুল আলি খাঁনের তৎপরতায় মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসা নিয়ে উদ্বেগ কাটল গুগগুড়িপাল হাইস্কুলের ছাত্রী,অসুস্থ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী চাঁদমণি বাস্কের। মেদিনীপুর সদর ব্লকের গুড়গুড়িপাল হাইস্কুলে হোষ্টেলে থেকে পড়াশোনা করে চাঁদমণি বাস্কে। এবারে সে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। তার সেন্টার পড়েছে মেদিনীপুর সদর ব্লকের চাঁদড়া স্কুলে। পরীক্ষার আগে ঝাড়গ্রাম জেলার সিমিলি গ্রামে নিজের বাড়িতে গিয়েছিল চাঁদমণি। সেখানে বুধবার অসুস্থ হয়ে পড়ে চাঁদমণি। পেট খারাপ জনিত সমস্যা নিয়ে বুধবার বিকেলে ঝাড়গ্রাম জেলার ঝাড়গ্রাম ব্লকে অবস্থিত মোহনপুর হাসপাতালে ভর্তি হয় চাঁদমণি। বৃহস্পতিবার সকালের রাউন্ডে রোগী দেখতে এসে কর্তব্যরত তরুণ চিকিৎসক ডাঃ আশাদুল আলি খাঁন জানতে পারেন চাঁদমণি এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী এবং সে যেডাবেই হোক পরীক্ষায় পরীক্ষায় বসতে চায়। চিকিৎসক ডাঃ আশাদুল আলি খাঁন তৎক্ষণাৎ ফোনে যোগাযোগ করেন তাঁর মাধ্যমিক স্কুল চুয়াডাঙ্গা হাইস্কুলের শিক্ষক সুদীপ কুমার খাঁড়া'র সাথে। সুদীপবাবু তাঁর ছাত্রকে পরামর্শ দেন রোগীর কন্ডিশন অনুযায়ী যদি সম্ভব হয় রোগীকে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বা পরীক্ষাকেন্দ্র চাঁদড়া হাইস্কুলের নিকটবর্তী দেপাড়া হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে। পাশাপাশি সুদীপ বাবু সকালেই চাঁদমণির অসুস্থতা এবং চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকার। বিষয়টি গুড়গুড়ি পাল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক গৌতম ভৌমিক ও সহ শিক্ষক পল্লব সরকারকে জানিয়ে দেন। খবর পেয়ে উদ্যোগী হন গৌতম বাবু ও পল্লব বাবু।প্রধান শিক্ষক লিখিত ভাবে চাঁদড়া হাইস্কুল পরীক্ষাকেন্দ্রের সেন্টারের ইনচার্জকে জানান। পাশাপাশি জানানো হয় বিএমওএইচকে। ইতিমধ্যে নিজের ডিউটি আওয়ার শেষ হবার পরেও আরও ঘন্টা খানেক হাসপাতালে থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী চাঁদমণিকে দেপাড়া হাসপাতালে পৌঁছানোর সবরকম ব্যবস্থা করে হাসপাতাল ছাড়েন দায়িত্বশীল চিকিৎসক ডাঃ আশাদুল আলি খাঁন। চাঁদমণিকে দুপুরের মধ্যে দেপাড়া হাসপাতালে পৌঁছে যান পরিবার পরিজনেরা।এবং চাঁদমণি দেপাড়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পাশাপাশি সুদীপ বাবু চাঁদমণির বিষয়টি জেলা প্রশাসনের হেল্প লাইনে ফোন করে অবগত করেন।শেষ পাওয়া খবরে পরীক্ষা কেন্দ্র গিয়ে পরীক্ষা দেওয়ার মতো অবস্থায় থাকলে পরীক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে পরীক্ষা দেবে চাঁদমণি নচেৎ হাসপাতালের বেডেই পরীক্ষা দেবে সে। চিকিৎসক ডাঃ আশাদুল আলি খাঁনসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন চাঁদমণির পরিবার। চিকিৎসক ছাত্র আশাদুলের দারিত্ববোধকে কুর্নিশ জানাই সুদীপবাবুও। তিনি জানান, তিনি তাঁর ছাত্রের জন্য গর্বিত।

কাঁথি পুরসভার নয়া চেয়ারম্যান সুপ্রকাশ গিরি

সেক আনোয়ার হোসেন ● কাঁথি

আপনজন: কাঁথি পুরসভার চেয়ারম্যান হিসেবে শপথ নিলেন মন্ত্রী পুত্র সুপ্রকাশ গিরি। ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে এতদিন দায়িত্ব সামলে এসেছেন তিনি বৃহস্পতিবার তৃণমূলের ১৬ জন এবং একজন নির্দল কাউন্সিলরের উপস্থিতিতে সুপ্রকাশ গিরিকে চেয়ারম্যান হিসেবে মান্যতা দেওয়া হয়। শপথ বাক্য পাঠ করান কাঁথির মহকুমা শাসক সৌভিক ভট্টাচার্য। ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে নীরঞ্জন মান্নার নাম ঘোষণা হয়। তবে এদিন তিনি শপথ গ্রহণ করেননি। ২০২২ সালে পুরভোটে ২১টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৭টিতে জয়ী হয়ে কাঁথি পুরসভায় বোর্ড গঠন করে তৃণমূল।

রঘুনাথগঞ্জে এসআইওর পরীক্ষার্থী সহায়তা কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: বৃহস্পতিবার ছিল মাদ্রাসা বোর্ডের আলিম, ফাজিল ও হাই মাদ্রাসা পরীক্ষা শুরু হয়েছে ।প্রথম দিন ছিল বাংলা বিষয়ের পরীক্ষা । মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন কেন্দ্রে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা হয়েছে বলে খবরাজীবনের প্রথম বড় পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে পরীক্ষার্থীদের সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দিল স্টুডেন্ট ইসলামিক অর্গানাইজেশন অফ ইন্ডিয়ার পশ্চিমবঙ্গ শাখার রঘুনাথগঞ্জ ব্লক ইউনিট । এসআইও রঘুনাথগঞ্জ ব্লকের উদ্যোগে আই. সি.আর হাই মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে হাই মাদ্রাসা , আলিম এবং ফাজিল পরীক্ষার্থীদের জন্য 'সহায়তা কেন্দ্র' খোলা হয়। আই.সি.আর হাই মাদ্রাসা ও জঙ্গীপুর মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসায় স্বাগত পোস্টারিং করা হয় । উক্ত কেন্দ্রে সংগঠনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন ব্লক সভাপতি মো: মিনহাজুদ্দিন, ইছাখালি ইউনিট সভাপতি মিনারুল সেখ, ইউনিট সেক্রেটারি সেনজারুল ইসলাম প্রমুখ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মেডিকেল কলেজ কর্মীর রক্তদান অসুস্থ রোগীকে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: 'রক্তদান জীবন দান' রক্ত দিয়ে অসুস্থ পরিবারের চিন্তা মুক্ত করলেন শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের কর্মী।

অসুস্থ রোগীর জন্য প্রয়োজন AB+ রক্ত। অত্যন্ত দ্রুত সঙ্গে প্রয়োজন ছিল এই রক্তের। হন্যে হয়ে খুঁজেও কোথাও প্রয়োজনীয় রক্ত পাওয়া যাচ্ছিল না। শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসারত এক রোগীর। তাই আজ বৃহস্পতিবার এই অসুস্থ রোগী রক্তের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। রোগীর আত্মীয়-স্বজন, হাসপাতালের কর্মী আধিকারিকেরা চেষ্টা করে এই রক্ত যখন কিছুতেই সংগ্রহ করা সম্ভব হয়ে উঠছিল না তখন পুরো বিষয়টি শুনে হাসপাতালের কর্মী নিজেই এগিয়ে এলেন শান্তিনিকেতন ফার্মেসি কলেজের এক শিক্ষক কালামন হোসেন। তাই সকলের কাছে আবেদন দুস্থ রোগীর প্রাণ ফেরাতে সকলকেই রক্তদান করতে এগিয়ে আসা প্রয়োজন।

নকল মবিল উদ্ধার

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● মেমারি

আপনজন: প্রচুর পরিমাণে নকল মবিল উদ্ধার করল মেমারি থানার পুলিশ। পলাতক অভিযুক্ত । বুধবার পূর্ব বর্ধমানের মেমারির কেজা থেকে প্রায় ১৩০০ লিটার নকল মবিল উদ্ধার করল পুলিস। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে মেমারির কেজা এলাকার বাসিন্দা সৈয়দ মাকসুদ হোসেন নিজে মবিল তৈরি করতেন । এরপর বাজার চলতি নামিদামী কোম্পানির মবিলের লেবেল সাঁটিয়ে সেই মবিল বিক্রি করতেন অধিক মুনাফা লাভের জন্য। গোপন সূত্রে এই খবর পেয়ে মেমারি থানার পুলিশ অভিযান চালায় কেজা গ্রামে অভিযুক্তর বাড়িতে। সেখান থেকেই বিপুল নকল মবিল উদ্ধার করেছে পুলিশ।

নির্বিঘ্নে মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষা, আজ থেকে শুরু মাধ্যমিক

আব্দুস সামাদ মন্ডল ● কলকাতা

আপনজন: বৃহস্পতিবার রাজ্যজুড়ে শুরু হল হাই মাদ্রাসা, আলিম ও ফাজিল পরীক্ষা। সারা রাজ্যের মোট ৬১৩টি হাই মাদ্রাসা ও সিনিয়র মাদ্রাসার পরীক্ষার্থীরা এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে। এই বছর রাজ্যে মোট পরীক্ষা সেন্টার ২০৪টি। মোট পরীক্ষার্থী প্রায় ৭০ হাজার। মাদ্রাসা বোর্ডের নির্দেশ অনুযায়ী চলতি বছরের হাই মাদ্রাসা, আলিম, ফাজিল পরীক্ষা শুরুর সময় সকাল ৯টা ৪৫ মিনিট। চলবে দুপুর ১ টা পর্যন্ত। আজ প্রথম দিনে প্রথম পত্র বাংলা বিষয়ের পরীক্ষা ছিল।

বাঁকুড়া জেলায় ২২টি মাদ্রাসা মধ্যে ৫টি সেন্টার হয়েছে তবে দুটি মাদ্রাসার সেন্টার পড়েছে পার্শ্ববর্তী জেলায়। জেলায় মোট পরীক্ষার্থী সংখ্যা হাজারের বেশি বলে জানান এক আধিকারিক। বাঁকুড়া জেলার বগডহরা সিদ্দিকীয়া হাই মাদ্রাসা সেন্টারে পরীক্ষা দেন ৯৯জন পড়ুয়া, নির্বিঘ্নে এবং সুস্থভাবে পরীক্ষা শেষ হয়েছে বলে জানান মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মিরাজুল ইসলাম। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর সদরের অন্তর্গত এলাহিয়া হাই মাদ্রাসা (উঃ মাঃ) পরীক্ষা কেন্দ্রে এই বছর মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২৮৬ জন। হাই মাদ্রাসার সঙ্গে আলিম ও ফাজিল পরীক্ষার পরীক্ষার্থীও রয়েছে। খড়্গপুরের লোহানিয়া হাই মাদ্রাসা, মেদিনীপুরের মাদানিয়া হাই মাদ্রাসা (বালিকা) ও কেশপুরের দোগাছিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার পরীক্ষার্থীদের আসন রয়েছে এই পরীক্ষা কেন্দ্রে। চলতি বছরে পরীক্ষার সময় প্রায় ২ঘন্টা এগিয়ে এসেছে। আগে পরীক্ষা শুরু হতো দুপুর ১২ টায়। শেষ হতো বিকেল ৩টে ১৫ মিনিটে। লোকসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে চলতি বছরের পরীক্ষাও নির্দিষ্ট দিন অপেক্ষা প্রায় ১০-১৫ দিন এগিয়ে এসেছে। অন্যদিকে আবহাওয়ার পরিস্থিতিও খারাপ। শীত এখনো যায়নি বললেই চলে, তার উপর মেঘ, কুয়াশা, হালকা বৃষ্টি। এত প্রতিকুলতার মধ্যেও পরীক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হয়েছে। নির্বিঘ্নে হয়েছে প্রথম দিনের পরীক্ষা। দ্বিতীয় দিনের পরীক্ষা রয়েছে শনিবার। চলবে ১৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। পরীক্ষার্থীদের কথা ভেবে পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলা বাস অনার্স এসোসিয়েশন পরীক্ষার দিনগুলোতে পরীক্ষার্থীদের জন্য বাস ভাড়া মুকুব করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সর্বস্তরের মানুষ এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছাতে পুলিশ প্রশাসন সর্বদাই তৎপর রয়েছেন। পরীক্ষা কেন্দ্রে পুলিশ ও মেডিকেল টিম মোতায়েন করা হয়েছে।

দামোদর রিভার রেল সমিতির বার্ষিক সম্মেলন

আর এ মণ্ডল ● ইন্দাস

আপনজন: সম্প্রতি বি ডি আর আর পরিবহন ওয়েলফেয়ার সমিতির সম্মেলনটি ২৬ জানুয়ারি ২০২৪-এ শুক্রবার পূর্ব বর্ধমান জেলার বেরুগ্রাম রেলস্টেশনের অনীত দূরে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন ও স্কুল সংলগ্ন মাঠে অনুষ্ঠিত হল। কমিটির নিজস্ব উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় বাৎসরিক সভাটি সংগঠিত হয়। সেহারাবাজার শাখার উল্লেখযোগ্য ভূমিকার সাথে সহযোগিতা করে আনগুনা-দেরিয়াপুর শাখা।সংগঠনের দীর্ঘ আন্দোলনের ফলস্বরূপ বন্ধ হয়ে যাওয়া ন্যারোগেজ রেল লাইনটি ব্রডগেজ এ পরিণত হয়ে বৈদ্যুতিক ট্রেন মশাগ্রাম পর্যন্ত চালু হয়েছে। এখন এই সম্মেলন থেকে মূল দাবি করা হয় অতিসত্বর বর্ধমান-হাওড়া মশাগ্রাম কর্ড লাইনে যেন সত্বর সংযুক্তি করণ হয়। উল্লেখ্য যে, ভারতীয় রেলপথের এটি ছিল দীর্ঘতম ন্যারোগেজ রেললাইন।ষ্টেশন এলাকার গ্রামগুলির মানুষদের নিয়ে এই সংগঠনটি গঠিত হয়। বাঁকুড়া থেকে মশাগ্রাম কর্ড লাইন সংযুক্তি মাধ্যমে যাহাতে সরাসরি হাওড়া যাওয়া যায়। এছাড়াও যাত্রীদের সুবিধার্থে সময় সূচীর পরিবর্তন এবং ১২ কামরা ট্রেনের উপযুক্ত প্লাটফর্ম আবশ্যক। বোঁয়াইচণ্ডী-আরামবাগ/খানাজংশন,ছাতনা-মুকুটমণিপুর,বেলিয়াতোড়-দুর্গাপুর রেল পথের কাজ শুরু করতে হবে।সংগঠনের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সমিতির সম্পাদক সুপ্রকাশ সামন্ত জানান যে, স্থানীয় সাংসদ এবং বিধায়কগণের নিকট থেকেও যথেষ্ট সহযোগিতা পাওয়া যায়।এই সম্মেলন ২৭ তম হলেও সমিতির বয়স ৩২ বছর।

বিভিন্ন শাখার পদাধিকারগণ ও অন্যান্য সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্যও রাখেন।

জমির লালসায় মাকে খুনের ঘটনায় ছেলেকে গ্রেফতার করল কান্দি থানা

রঙ্গিলা খাতুন ● কান্দি

আপনজন: জমি লিখে না দেওয়ায় মাকে কুপিয়ে খুন, গ্রেপ্তার ছেলে। মাকে নৃশংসভাবে খুনের ঘটনায় সেই গুনধর ছেলেকে গ্রেফতার করে কান্দি থানার পুলিশ।

জানা গিয়েছে কান্দির থানার অন্তর্গত জীবন্তির চেকপোষ্টে গ্রামে নিজের নামে জমি লিখে দিতে মাকে চাপ দিচ্ছিল ছেলে, মা দিতে রাজী না হওয়ায় জন্মদাত্রী মা কে নৃশংসভাবে খুন করে ছেলে অসীম মন্ডল। বুধবার সকালের এই ঘটনায় অভিযোগে ছেলে অসীম মন্ডল কে কান্দি থানার পুলিশ গ্রেফতার করে কান্দি মহকুমা আদালতে পেশ করল। ধৃত অসীম মন্ডলকে বৃহস্পতিবার কান্দি মহকুমা আদালতে তোলা হলে সমস্ত কাগজপত্র দেখে তদন্তের স্বার্থে বিচারক ভাষ্কর মজুমদার অভিযুক্তকে ৬ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন।

উল্লেখ্য পরিবার সুত্রে জানা গিয়েছে কান্দি থানার অন্তর্গত চেকপোষ্ট গ্রামের বাসিন্দা নৃকড়ী মন্ডলের দুই ছেলে দুই মেয়ে। বড়ো ছেলের বিয়ে দেওয়ার পরে বৌকে নিয়ে আলাদাভাবে অন্য যায়গায় গিয়ে সংসার বেঁধেছে। পরিবারের মা বাবাকে দেখে না। ছোট্ট ছেলে সুবল সংসারের হাল ধরেছে। ফ্রেবরুয়ারিতে বিয়ে হবে সুবলের। সেই সুবাধে ছোট্ট ছেলেকে বাড়ির কিছু অংশ ছোট্ট ছেলের নামে লিখে দেন পরিবার। এই বিষটি বড়ো ছেলে অসীম মন্ডল জানতে পেরে বাড়িতে গত ৩ দিন আগে এসে মাকে জমি নিজের নামে লিখে নেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছিল আসীম কিন্তু মা তাতে রাজী না হওয়ায় ছেলে অসীম মন্ডল ,তার মা আদরী মন্ডলকে বুধবার সকালে হাসলা ও চাকু দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপাতে থাকে। চিৎকার শুনে এলাকার মানুষ ছুটে এসে গুরুতর আহত মাকে উদ্ধার করে বহরমপুর মেডিক্যাল হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু মা আদরী মন্ডল নামে ৬২ বছরের মহিলার।

প্রথম নজর

সৌদিতে চার প্রবাসীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরবে সুদানের এক নাগরিককে হত্যার দায়ে ইথিওপিয়ান চার প্রবাসীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে।
বুধবার রিয়াদে ঐ চার প্রবাসীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় বলে জানিয়েছে সৌদির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়, সুদানি নাগরিককে হত্যার অভিযোগে চার ইথিওপিয়ান প্রবাসীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। ঐ চার প্রবাসীকে ভুক্তভোগীর হাত-পা বেঁধে ব্যাপক নির্যাতনের পর ছুরিকাঘাতে হত্যার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। তবে সুদানি ঐ নাগরিককে হত্যার উদ্দেশ্য জানা যায়নি। এ ছাড়াও ছিনতাই, হত্যাচেষ্টা এবং বন্দুকের মুখে ডাকাতির অন্য মামলায়ও দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল ঐ চার ইথিওপিয়ানকে। সৌদি আরবের সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়, তদন্তের পর সংশ্লিষ্ট আদালতে প্রবাসীকে হত্যার মামলাটি স্থানান্তর করা হয়েছিল। পরে সেই আদালতে মূল অপরাধের দায়ে তাদের দোষী সাব্যস্ত করা হয়। অভিযুক্তরা সৌদিতে লোকজনের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে অর্থ লুটপাট করতেন বলেও অভিযোগ ছিল। অভিযুক্তদের আইনজীবীরা আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেন। তবে সুপ্রিম কোর্টও সাজা বহাল রাখেন। সৌদি আরবের রাজকীয় আদালতের অনুমোদনে বুধবার রিয়াদে অভিযুক্তদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে।
সৌদি আরবে হত্যা, সন্ত্রাসী হামলার পাশাপাশি মাদক চোরাচালান ও পাচারের ঘটনায় দোষীদের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের সাজা কার্যকর করা হয়।

গাজায় অভিযানের বিরোধিতা: বহিষ্কারের মুখে ইসরায়েলি এমপি

আপনজন ডেস্ক: গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বাহিনীর অভিযানের বিরোধিতা এবং এ ইস্যুতে জাতিসংঘের আদালতের রায় সমর্থন করায় ইসরায়েলের পার্লামেন্ট নেসেট থেকে বহিষ্কারাদেশের মুখে পড়েছেন সেখানকার আইনপ্রণেতা ওফের ক্যাসিফ।
নেসেটের পার্লামেন্টারি কমিটি বুধবার তার বিরুদ্ধে অভিশংসন প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। অভিশসংসনের তারিখ অবশ্য এখনও নির্ধারণ করা হয়নি।
মোট ১২০টি আসন রয়েছে নেসেটে। ইসরায়েলের পার্লামেন্টারি আইন অনুযায়ী, অভিশংসনের দিনি এসব আসনের এমপিদের মধ্যে অন্তত ৯০ জন যদি তার পক্ষে থাকেন, তাহলে ক্যাসিফের আসন টিকে থাকবে; আর যদি এর বিপরীত ঘটনা ঘটে– তাহলে নেসেট থেকে বহিষ্কৃত হবেন তিনি।
ওফের ক্যাসিফ ইসরায়েলের কমিউনিস্টপন্থি দল হাদাশ পার্টির নেতা। এই দলটি নেসেটের অন্যতম বিরোধী দল আরব তায়াল পার্টির নেতৃত্বাধীন জোটের শরিক। আরব তায়াল পার্টিও বামঘেঁষা রাজনৈতিক দল।
গত ডিসেম্বরে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে মামলা করে জাতিসংঘের আদালত। মামলার অভিযোগপত্রে ইসরায়েলি বাহিনীর বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ আনার পাশাপাশি গাজা উপত্যকায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানানো হয়। গত সপ্তাহে সেই মামলার রায় দিয়েছে জাতিসংঘ আদালত। সেই রায়ে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ এবং গাজায় যুদ্ধবিরতির ইস্যুটি এড়িয়ে গেছেন আদালত; তবে উপত্যকায় বেসামরিক ফিলিস্তিনিদের প্রাণহানি ঠেকাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে ইসরায়েলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রায়ে। দক্ষিণ আফ্রিকা এই মামলা দায়েরের পর নেসেটে রীতিমতো ঝড় তুলেছিলেন বিরোধী এমপিরা। প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এবং ক্ষমতাসীন লিকুদ পার্টির ব্যাপক সমালোচনা শুরু করেছিলেন তারা। আর এই আইনপ্রণেতাদের মধ্যে সামনের সারিতে ছিলেন ক্যাসিফ। মূলত এ কারণেই তাকে অভিশংসনে পড়তে হচ্ছে তাকে।

২০৫০ সালের মধ্যে ক্যানসার বাড়বে ৭৫ শতাংশের বেশি: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

আপনজন ডেস্ক: ২০৫০ সালের মধ্যে ক্যানসার রোগীর সংখ্যা ৭৫ শতাংশের বেশি বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। বৃহস্পতিবার গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ক্যানসারবিষয়ক আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইএআরসি) জানিয়েছে, ২০১২ সালে বিশ্বব্যাপী নতুন করে ১ কোটি ৪১ লাখ মানুষ ক্যানসারে আক্রান্ত হয়। এছাড়া মারা যায় ৮২ লাখ মানুষ। গত এক দশকে ক্যানসার রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০ মিলিয়নে এবং মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে ৯ দশমিক ৭ মিলিয়ন।
সংস্থাটি পূর্বাভাসে জানিয়েছে, ২০৫০ সালের মধ্যে ক্যানসারে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৩৫ মিলিয়নে দাঁড়াতে পারে, যা ২০২২ সালের চেয়ে অন্তত ৭৭ শতাংশ বেশি।
আইএআরসি জানায়, তামাক ব্যবহার, অ্যালকোহল সেবন ও স্থূলতা ক্যানসার রোগী বাড়ার অন্যতম কারণ। বার্ধক্য ও জনসংখ্যা বৃদ্ধিও এ জন্য দায়ী।

মক্কার আধ্যাত্মিকতায় মুগ্ধ হয়ে ব্রিটিশ ধনকুবেরের ইসলাম গ্রহণ

আপনজন ডেস্ক: ইসলাম গ্রহণ করেছেন প্রসিদ্ধ ব্রিটিশ অভিনেতা ও গায়ক ড্যানি ল্যাম্বো।
বিলিয়নিয়ার ব্যবসায়ী হিসেবেও বিশ্বব্যাপী তার ব্যাপক পরিচিতি।
বৃহস্পতিবার সৌদি সংবাদ সংস্থা আল-আরাবিয়া ল্যাম্বোর ইসলামে প্রবেশের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
ড্যানি ল্যাম্বোর ইসলাম গ্রহণের ঘোষণাটি বেশ চমকপ্রদ। তিনি মক্কার পবিত্র মসজিদুল হারামে ওমরাহ আদায়ের একটি ভিডিও ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করে গুরুত্বপূর্ণ এ ঘোষণাটি দিয়েছেন।
ওই ভিডিওর ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, আপনি জানবেন না যে- জীবন আপনাকে কোন পথে নিয়ে যাবে? আমি ব্যবসার কাজে সৌদি আরবে এসেছিলাম, কাজও দ্রুত শেষ হয়ে যায়। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে আমার সাক্ষাৎ হয় এমন এক ব্যক্তির সাথে, যিনি আমাকে পবিত্র মক্কায় নিয়ে আসেন। এখান থেকেই আমার নতুন এক আধ্যাত্মিক ও মানসিক সফর শুরু হয়ে গেল।
আবেগঘন ওই ভিডিওতে ল্যাম্বোকে কাবার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদতেও দেখা গেছে। আর এখন তিনি নওমুসলিম হিসেবে লন্ডনে অবস্থান করছেন।
ইনস্টাগ্রামে সৌদি আরবের এক বন্ধুর সাথেও নিজের একটি ছবি পোস্ট করেছেন ব্রিটিশ ধনকুবের। ‘মক্কা সফর’ হাইলাইটস দিয়ে ওই বন্ধুর উদ্দেশে ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, ‘ধন্যবাদ আমার ভাই বাসিত। তুমি আমাকে জীবনের আসল অর্থ ও উদ্দেশ্য চিনিয়েছো।’
ব্রিটিশ এই অভিনেতার প্রকৃত নাম ছিল ড্যানি কার্ন। ইতালীয় সুপারকার ল্যাম্বরগিনির প্রতি তার ভালোলাগা প্রকাশ করার জন্য নামের সাথে ‘ল্যাম্বো’ যুক্ত করেছিলেন তিনি। তারপর থেকে তিনি ‘ড্যানি ল্যাম্বো’ হিসিবেই নিজের পরিচয় দিয়ে আসছেন।
আর্থিক দিক থেকে ড্যানি ল্যাম্বো বেশ প্রভাবশালী। আল-আরাবিয়া জানায়, তার মোট সম্পদের মূল্য অন্তত ৫০ মিলিয়ন পাউন্ড। এর বড় একটি অংশ তিনি লন্ডনে হোটেল ব্যবসায় বিনিয়োগ করে উপার্জন করেছেন।
একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম নেন ড্যানি। তার দুই বোন ও এক ভাই রয়েছে। তিনি মাত্র ১৬ বছর বয়সে স্কুল ছেড়ে গানকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। এর জন্য তিনি কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হন এবং তার একজন শিক্ষক তাকে ব্যর্থ মানুষ বলেও আখ্যায়িত করেন। সঙ্গীতের পাশাপাশি ড্যানি একজন হোটেল ব্যবসায়ী হিসেবেও কাজ শুরু করেন। যা তার সম্পদ বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল। এভাবে মাত্র ২২ বছর বয়সে কোটিপতিদের তালিকায় নিজের নাম লেখান ড্যানি কার্ন থেকে ড্যানি ল্যাম্বো হওয়া ব্রিটিশ এই ধনকুবের, গায়ক ও অভিনেতা।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানী ঢাকার বাংলা একাডেমিতে রেকর্ড ২১তম বারের মতো মাসব্যাপী ‘অমর একুশে বইমেলা-২০২৪’-এর উদ্বোধন করেন।

প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইলেন মার্ক জুকারবার্গ

আপনজন ডেস্ক: কয়েকদিন পরেই ২০ বছরে পা দিতে চলেছে জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ফেসবুক। কিন্তু এমন আনন্দঘন মুহূর্তের আগে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হলো সংস্থাটির প্রধান নির্বাহী মার্ক জুকারবার্গকে।
শিশুদের ওপর সোশ্যাল মিডিয়ার নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে মার্কিন সিনেটের এক শুনানিতে সবার সামনে ক্ষমা চেয়েছেন তিনি।
বৃহস্পতিবার সংবাদমাধ্যম বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বুধবার মার্কিন কংগ্রেসে ‘বিগ টেক অ্যান্ড দ্য অনলাইন চাইল্ড সেক্সুয়াল এক্সপ্লয়টেশন ক্রাইসিস’ শীর্ষক শুনানিতে পাঁচজন প্রধান নির্বাহীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তারা হলেন, মেটার মার্ক জাকারবার্গ, এক্স (সাবেক টুইটার)-এর লিন্ডা ইয়াকারিনো, টিকটকের শো জি চিউ, স্ন্যাপের ইভান স্পিগেল এবং ডিসকর্ডের জেসন সিট্রন।
শুনানি আয়োজনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যৌন নিপীড়ন বা হয়রানির শিকার হয়ে মারা যাওয়া সন্তানদের ছবি নিয়ে এসেছিলেন অনেকে।
এ সময় তাদের উদ্দেশে জাকারবার্গ বলেন, আপনারা যা কিছুর মধ্য দিয়ে গেছেন, এ জন্য আমি দুঃখিত। আপনাদের পরিবার যে ক্ষতির শিকার হয়েছে, এ রকম হওয়া উচিত নয়। আর এ কারণে আমরা এত বিনিয়োগ করি। যেন এমনটি যেন আর কারো সঙ্গে না হয়। আর এ জন্য আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাব।
মার্কিন জনপ্রতিনিধিদের অভিযোগ, বড় প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো অনলাইনে যৌন হয়রানি থেকে শিশুদের রক্ষায় যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে না। তারা আরও কঠোর আইন চান। একই সঙ্গে এখন পর্যন্ত নেয়া পদক্ষেপ বিষয়ে নির্বাহীদের কাছ থেকে ব্যাখ্যা চান মার্কিন জনপ্রতিনিধিরা।
মার্কিন সিনেট জুডিশিয়ারি কমিটির এক বিবৃতিতে বলা হয়, অনলাইনে শিশু যৌন নিপীড়ন বা হয়রানির অভিযোগ তদন্তের জন্য এ শুনানি ডাকা হয়েছে।

আরো শক্তিশালী হলো ব্রিকস, সদস্যপদ পেল নতুন ৫ দেশ

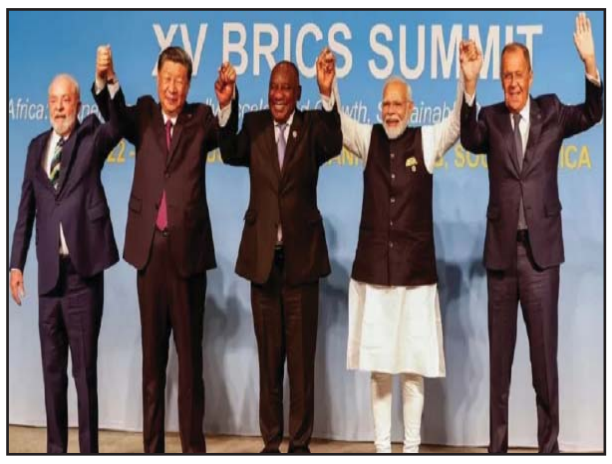

আপনজন ডেস্ক: বিকাশমান ৫ অর্থনীতির দেশের জোট ব্রিকস এখন আরো শক্তিশালী। এ জোটের সদস্যপদ পেয়েছে সৌদি আরবসহ নতুন ৫টি দেশ। এখন ব্রিকসের মোট সদস্য হলো ১০টি দেশ।
ব্রিকসের নতুন সদস্য হওয়া ৫ দেশ হলো- সৌদি আরব, ইরান, মিসর, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইথিওপিয়া। এ জোটের আগের ৫ সদস্য হলো- ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা।
গত বছরের আগস্টে আর্জেন্টিনাসহ এই ৫ দেশকে পূর্ণ সদস্য হতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। দেশ ৬টির সদস্যপদ চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হওয়ার কথা ছিল।
বুধবার দক্ষিণ আফ্রিকার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও সহযোগিতাবিষয়ক মন্ত্রী নালেদি পান্দর এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, ব্রিকসের পূর্ণ সদস্য হওয়ার আবেদনপ্রক্রিয়া এগিয়ে না নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় আর্জেন্টিনা।
২০০৬ সালের জুনে সেন্ট পিটার্সবার্গ অর্থনৈতিক ফোরামে ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত ও চীনের অর্থমন্ত্রীদের এক বৈঠকে ব্রিকস প্রতিষ্ঠিত হয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ফিলিস্তিনিদের দুর্দশা বর্ণনা করতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন গেব্রেয়াসুস

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় দখলদার ইসরায়েলি সেনাদের নারকীয় হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ বিশ্ব বিবেককে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ম। সেখানের মানুষের মানবেতর জীবনচিত্র দেখে বিশ্বের লাখো কোটি মুক্তিকামী মানুষের হৃদয় ভেঙ্গে গেলেও নির্বিকার ইসরায়েল ও তাদের দোসররা। তবে এবার ইসরায়েলি হামলায় বিধ্বস্ত গাজার পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) প্রধান টেড্রোস আধানম গেব্রেয়াসুস। মঙ্গলবার (৩০ জানুয়ারি) সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় গাজার স্বাস্থ্য পরিস্থিতি নিয়ে একটি বৈঠকে সেখানের পরিস্থিতিকে ‘নরক’ হিসাবে উল্লেখ করেন তিনি। বৈঠকে যুদ্ধবিরতির আহবান জানিয়ে গেব্রেয়াসুস বলেন, ইথিওপিয়া ও ইরিত্রিয়ার মধ্যে ১৯৯৮-২০০০ সাল পর্যন্ত চলা যুদ্ধের সময় বাঙ্কারে সন্তানদের নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনি। নিজের অভিজ্ঞতার কারণে বিশ্বাস করি, যুদ্ধ কোনো সমাধান আনে না। যুদ্ধ আরো, আরো ঘৃণা, আরো যন্ত্রণা, আরো ধ্বংস ডেকে আনে। বিদ্যমান সমস্যা রাজনৈতিকভাবে সমাধানের আহবান জানানোর পাশপাশি, গাজার পরিস্থিতিকে নারকীয় উল্লেখ করে ডব্লিউএইচও প্রধান গেব্রেয়াসুস বলেন, আমি মনে করি আপনারা সবাই মিলে দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানের কথা বলেছেন। আশা করি সত্যিকারের সমাধানের মাধ্যমে এই যুদ্ধের অবসান হবে।’ যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজায় জাতিসংঘের ত্রাণসহায়তা তহবিলে অর্থ দেয়া বন্ধ করার ঘোষণা দিয়েছে বিশ্বের বেশ কিছু উন্নত দেশ। এই অবস্থায় অঞ্চলটিতে তীব্র খাদ্যসংকটের কারণে প্রচণ্ড ক্ষুধার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সার্বিক পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান একে নরকের সঙ্গে তুলনা করেছেন। গাজায় বর্তমানে প্রচণ্ড ক্ষুধার পরিস্থিতি বিরাজ করছে বলে জানিয়ে বলেন, রাফা চেক পয়েন্টের আশপাশে অহেতুক দেরি করার কারণে মানুষের মধ্যে খাবার পৌঁছে দিতে দেরি হচ্ছে। এটি গাজার মানুষের চরম হতাশার কথা তুলে ধরে, যারা প্রচণ্ড ক্ষুধাসহ নারকীয় পরিস্থিতিতে বাস করছে। প্রায় চার মাস ধরে চলা ইসরায়েলের হামলায় ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার ৮০ শতাংশ বাসিন্দাই এখন বাস্তুচ্যুত। এই পরিস্থিতিতে, ফিলিস্তিনিদের জন্য পশ্চিমা দেশগুলোর ত্রাণ সহায়তা বাতিলের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার আহবান জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫২ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৩০ মি.

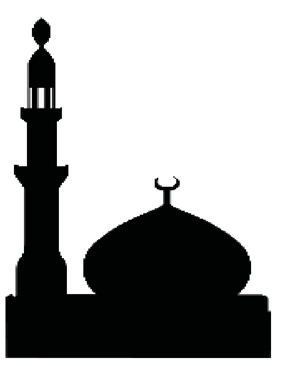

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫২	৬.১৫
যোহর	১১.৫৫	
আসর	৩.৪৯	
মাগরিব	৫.৩০	
এশা	৬.৪২	
তাহাজ্জুদ	১১.১১	

মঙ্গোলিয়ায় গ্যাস বিস্ফোরণে ৫ জন নিহত

আপনজন ডেস্ক: মঙ্গোলিয়ায় গত সপ্তাহে গ্যাস বিস্ফোরণে দগ্ধদের মধ্যে আরো দু’জন প্রাণ হারিয়েছে। এ নিয়ে নিহতের সংখ্যা বেড়ে পাঁচজনে দাঁড়ালো। বৃহস্পতিবার দেশটির জাতীয় ট্রমা এবং অর্থোপেডিক রিসার্চ সেন্টার এ কথা জানিয়েছে। এর আগে বুধবার ভোরে ৬০ টন তরল প্রাকৃতিক গ্যাস বহনকারী একটি ট্রাক অপর একটি গাড়ির সাথে ধাক্কা খেয়ে বিস্ফোরিত হয়। এ বিস্ফোরণে ছড়িয়ে পড়া আগুনে তিনজন দমকলকর্মীর পাশাপাশি আরো তিনজন প্রাণ হারিয়েছে।

যুদ্ধবিরতির বৈঠক, মিসর যাচ্ছেন হামাসপ্রধান

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজায় ছয় সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি প্রসঙ্গে কথা বলতে মিসর সফরে যাচ্ছেন হামাস প্রধান ইসমাইল হানিয়াহ। স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার তার কায়রোতে পৌঁছানোর কথা রয়েছে। গত সপ্তাহে প্যারিসে মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার পরিচালক উইলিয়াম বার্নসের পাশাপাশি কাতার ও মিশরীয় নেতৃত্বাধীন মধ্যস্থতাকারীরাও যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিয়েছে। এই প্রস্তাবটি একটি তিন-পর্যায়ের পরিকল্পনা। এতে ছয় সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি এবং আরো ত্রাণ সরবরাহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এছাড়া ইসরায়েলে ফিলিস্তিনি বন্দীদের বিনিময়ে হামাসের হাতে বন্দী শুধুমাত্র নারী, শিশু এবং অসুস্থ পুরুষদের মুক্তি দেওয়া হবে বলেও একটি সূত্র নিশ্চিত করেছে।
এদিকে গাজায় এখন পর্যন্ত প্রায় ২৭ হাজার ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছে। প্যালেস্টাইন রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (পিআরসিএস) জানিয়েছে যে, ইসরায়েলি বাহিনী খান ইউনিসের আল-আমাল হাসপাতালে তীব্র হামলা চালিয়েছে। গাজায় নিযুক্ত ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের ত্রাণ ও কর্মসংস্থার পরিচালক টমাস হোয়াইট বলেছেন, আমরা একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং প্রধান আশ্রয়কেন্দ্র হারিয়েছি। খান ইউনিসের বহু মানুষ ওই হাসপাতালে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু সেখানেও ইসরায়েলি বাহিনীর হামলার কারণে লোকজন পালাতে বাধ্য হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রে বিমানবন্দরের হ্যাঙ্গার ধস, নিহত ৩

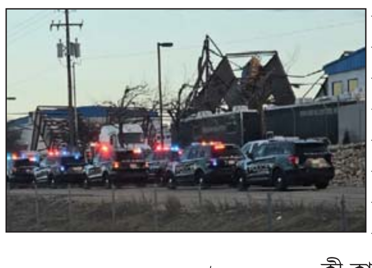

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের আইডাহো রাজ্যের রাজধানী বোসিতে বোয়েস বিমানবন্দরে একটি নির্মাণাধীন হ্যাঙ্গার ধসে তিনজন নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে অন্তত নয় জন। স্থানীয় কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে বৃহস্পতিবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম সিবিএস নিউজ।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্থানীয় সময় বুধবার বিকেল ৫টায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। বোয়েস দমকল বিভাগ জানিয়েছে, আহতদের মধ্যে পাঁচজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। দমকল বিভাগ এক বিবৃতিতে বলেছে, নিহত তিনজন ঘটনাস্থলেই মারা যান। দমকল বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে কাজ করছেন। একাধিক ক্ষতিগ্রস্তকে উদ্ধার করা করেছে।
কী কারণে ধসের ঘটনা ঘটেছে তা খতিয়ে দেখছে কর্তৃপক্ষ। এটি জ্যাকসন জেট সেন্টারের পাশে ঘটেছে, যেখানে ব্যক্তিগত বিমান চার্টার ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। সিবিএস নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান বিগ ডি বিল্ডার্স জ্যাকসন জেট সেন্টারের জন্য ৩৯ হাজার বর্গফুটের হ্যাঙ্গার নির্মাণের কাজ পেয়েছিল। দুর্ঘটনার বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিষ্ঠানটির মন্তব্য পাওয়া যায়নি। জ্যাকসন জেট সেন্টারের সিইও জেসিকা ফ্লিন এক বিবৃতিতে বলেছেন, এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা আমাদের ব্যথিত করেছে।

ইরানি লক্ষ্যবস্তুতে হামলার পরিকল্পনার অনুমোদন যুক্তরাষ্ট্রের

আপনজন ডেস্ক: ফের উত্তেজনা আরও বাড়ল। সিরিয়া এবং ইরাকে ইরানি লক্ষ্যবস্তুতে একটি সিরিজ হামলা চালাতে এর পরিকল্পনার অনুমোদন দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন কর্মকর্তারা সিবিএস নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
কর্মকর্তারা বলেছেন, এসব হামলা বেশ কয়েকদিন ধরে চালানো হয়েছে। আবহাওয়া পরিস্থিতিত ওপর নির্ভর করে এসব হামলা চালানো হতে পারে।
গত রোববার জর্ডানে মার্কিন ঘাঁটিতে ড্রোন হামলায় তিন জন মার্কিন সেনা নিহত হয়, আহত হয় ৩৪ জনের বেশি। এ হামলার জন্য ইরানকে দায়ী করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।
সেইসঙ্গে তিনি হুঁশিয়ারি বার্তা দেন যে এসব হামলার জন্য দায়ীদের সময়মতো জবাবদিহির আওতায় আনা হবে। এরপরেই সর্বশেষ আজ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এমন ঘোষণা এলো।
তবে ইরান জর্ডানে মার্কিন ঘাঁটিতে হামলার অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে। গাজায় যুদ্ধ শুরুর পর প্রথমবারের মতো মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন বাহিনীর ওপর হামলায় হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। এতে করে মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ আরও ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা, ১৭ মাঘ ১৪৩০, ২০ রজব, ১৪৪৫ হিজরি

আমলাতন্ত্র

উন্নয়নশীল বিশ্বের কিছু রাষ্ট্রের অন্তঃস্থ সমস্যা লইয়া গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করিলে যে কোনো চিন্তাশীল মানুষের মাথা ঘুরিবে। এই সকল দেশে এমন কিছু সমস্যা জাঁকিয়া বসিয়াছে, যাহা না যায় হজম করা, না যায় উগরাইয়া ফেলা। এই জাতীয় সমস্যার জন্য উন্নয়নশীলের বিশ্বের অন্তঃস্থ বিভক্তিও দূর হয় না সহজে। ইহার একটি হইল আমলাতন্ত্রের নিরপেক্ষতার সমস্যা। ব্রিটিশরা তাহাদের বিশ্বস্ত আমলাদের দিয়াই পৃথিবীর প্রায় এক-পঞ্চমাংশ অঞ্চল শাসন করিতে পারিয়াছিল। কারণ, তাহারা ছিল অত্যন্ত দক্ষ ও নিরপেক্ষ। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারে ঘুরিয়াফিরিয়া ভিন্ন ভিন্ন দল ক্ষমতায় থাকিবে। ইহাই স্বাভাবিক। রাজনীতিবিদরা কখনো পক্ষপাতমূলক আচরণ করিতেও পারেন, তাহারা ক্ষমতায় স্থায়ীও নহেন। এই জন্য একটি আধুনিক রাষ্ট্রের প্রয়োজন হয়, এমন একটি স্থায়ী দক্ষ ও প্রশাসনের যাহারা দলনিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করিবে। অর্থাত্ আমলারা হইবেন পক্ষপাতহীন। বর্তমানে আমরা যেই অর্থে আমলাতন্ত্র বুঝিয়া থাকি তাহার বিকাশ শুরু হইয়াছে, উনিশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় দেশগুলির রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে। আধুনিক আমলাতন্ত্রের জনক জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার। তিনি উনিশ শতকে তাহার ‘এসেজ ইন সোসিওলোজি’ গ্রন্থে আমলাতন্ত্র সম্পর্কে বলিয়াছেন, আমলাতন্ত্র হইল প্রশাসনের একটি ব্যবস্থা, যাহার বৈশিষ্ট্য দক্ষতা, অপক্ষপাতিত্ব এবং মানবিকতার ঊর্ধ্বে কাজ করা। স্পষ্টতই এইখানে দুইটি বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা, অপক্ষপাতিত্ব। একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে আমলারা নাগরিকদের সেবা করিবেন, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে রাষ্ট্রপরিচালনায় সহযোগিতা করিবেন।

কিন্তু দুঃখজনকভাবে উন্নয়নশীল বিশ্বের কিছু দেশের রাজনীতিও ঠিক হইল না, আমলারাও ঠিক নিরপেক্ষ হইল না। যাহারা যখন ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়, টাকাপয়সায় কিংবা রাজনীতিতে; আমলারাও যেন সেই পক্ষের অর্থের কিংবা ক্ষমতার দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন। উন্নয়নশীল বিশ্বে দেখা যায় যে, যথেষ্ট ক্ষমতাবান ও ভালো বেতনভুক্ত হইয়াও প্রশাসনের অনেকে আরো অধিক ক্ষমতা ও অর্থের স্বাদ পাইতে নিরপেক্ষতা বিসর্জন দেন। ইংরাজিতে একটি প্রবাদ রহিয়াছে, যাহার অর্থ হইল—পৃথিবীতে কোনো ফ্রি লাঞ্চ নাই। কোথাও যদি বিনামূল্যেও কিছু দেওয়া হয়, উহার অবশ্যই নেপথ্য কোনো উদ্দেশ্য থাকে। সুতরাং প্রশাসনের কেহ অন্য কাহারো নিকট ফ্রি সুবিধা লইলে, তাহাকেও যৌক্তিক মূল্যের সুবিধা প্রদান করিতে হয়। এখন, প্রশাসনের কর্মচারী-কর্মকর্তারা যদি পক্ষপাতমূলক আচরণ করেন, তাহা হইলে আমলাতন্ত্র সৃষ্টির মূল সূত্রটিই অমান্য করা হয়। কারণ নিরপেক্ষতাই আমলাতন্ত্রের মূল স্পিরিট। সুতরাং ইহার পরিপন্থি আচরণ ও কর্মকাণ্ড দিনের পর দিন চলিলে আজ হউক কাল হউক, এমনকি এক শত বত্সর পর হইলেও ইহার কুফল পাওয়া যাইবে। তবে আমলাতন্ত্রের বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা নিয়মকানুনের বাহিরে কখনোই নিজেকে বিকাইয়া দিবেন না। কারণ রাষ্ট্রযন্ত্র হইল হূপিণ্ডের মতো। যাহারা মনে করেন তাহারা রাষ্ট্রযন্ত্রকে চেনেন, তাহারা আসলে হাতুড়ে ডাক্তারদের মতো। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রযন্ত্রের ভিতর কত ধরনের ফাংশন এবং অন্তঃস্থ শিরা-উপশিরার জালিকা রহিয়াছে, তাহা কল্পনার বাহিরে। সুতরাং রাষ্ট্রযন্ত্রে মধ্যকার বিপুল শিরা-উপশিরার কোনো জালে আটকাইয়া যাইতে পারে নিয়মের বাহিরে চলা পক্ষপাতদুষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। দুঃখজনকভাবে, ব্রিটিশরা চলিয়া যাইবার পর উন্নয়নশীল বিশ্বে আজ অবধি কেহ এই সমস্যার দিকে নজর দেয় নাই, কেহ প্রশ্ন তোলে নাই। এমনকি আমলারা সম্ভবত তাহাদের কার্যবিধির পুস্তিকাটিও মনোযোগ দিয়া পড়িয়া দেখেন নাই।

কিন্তু নিয়ম তো মানিতেই হইবে। পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে দেখা গিয়াছে, আমলাতন্ত্র পক্ষপাতদুষ্ট হইলে প্রশাসন শুধু দুর্বল হইয়াই পড়ে না, জনস্বার্থও তাহাতে বিঘ্নিত হয়। দুর্বল হইয়া পড়ে আইনের শাসন। তখন ঈশান কোণে জমিতে শুরু করে বজ্রগর্ভ কৃষ্ণমেঘের ঘনঘটা। আর সেই দুর্যোগের ঘনঘটা ছড়াইয়া পড়িতে পারে অগ্নিকোণ, নৈঋতকোণ, বায়ুকোণসহ সমস্ত চরাচরে। এই সকল কারণেই নৈরাজ্য আসে, বিপ্লব সৃষ্টি হয় একটি জনপদে। সুতরাং নিয়ম মানিয়া চলাটা সকলের জন্যই মঙ্গলজনক।

●●●●●●●●●●●●●

ইরানের হামলার জবাবে বাইডেনের তিন বিকল্প পথ

জর্ডানে এক মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে ইরান-সমর্থিত বাহিনীর গত রবিবারের (২৮ জানুয়ারি) ড্রোন হামলায় তিন মার্কিন সেনাসদস্য নিহত এবং ৩০ জনেরও বেশি আহত হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজনীতিবিদ প্রতিক্রিয়া জানাতে শুরু করেন। এই তালিকার প্রথমেই ছিলেন রিপাবলিকান দলের লিন্ডসে গ্রাহাম। তিনি টুইট করে বলেন, ‘ইরানকে জবাব দেওয়ার এখনই উপযুক্ত সময়। তাদের যথাযথ প্রতিদান দিতে হবে।’ গ্রাহামের সিনেট সহকর্মী জন কর্নিন আরো কড়া কথা বলেন। তিনি পারমাণবিক বোমার ইঙ্গিত দিয়ে এক্সে (টুইটার) লিখেছিলেন, ‘আমাদের টার্গেট এবার তেহরান।’ টন কটন বলেছেন, ‘এই মুহূর্তে বাইডেন যদি সরাসরি ইরান আক্রমণ না করেন, তাহলে তিনি কাপুরুষ বলে বিবেচিত হবেন।’ লিখেছেন **জ্যাক ডেটস**।

জর্ডানে এক মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে ইরান-সমর্থিত বাহিনীর গত রবিবারের (২৮ জানুয়ারি) ড্রোন হামলায় তিন মার্কিন সেনাসদস্য নিহত এবং ৩০ জনেরও বেশি আহত হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজনীতিবিদ প্রতিক্রিয়া জানাতে শুরু করেন।

এই তালিকার প্রথমেই ছিলেন রিপাবলিকান দলের লিন্ডসে গ্রাহাম। তিনি টুইট করে বলেন, ‘ইরানকে জবাব দেওয়ার এখনই উপযুক্ত সময়। তাদের যথাযথ প্রতিদান দিতে হবে।’ গ্রাহামের সিনেট সহকর্মী জন কর্নিন আরো কড়া কথা বলেন। তিনি পারমাণবিক বোমার ইঙ্গিত দিয়ে এক্সে (টুইটার) লিখেছিলেন, ‘আমাদের টার্গেট এবার তেহরান।’ টন কটন বলেছেন, ‘এই মুহূর্তে বাইডেন যদি সরাসরি ইরান আক্রমণ না করেন, তাহলে তিনি কাপুরুষ বলে বিবেচিত হবেন।’

বাইডেন প্রশাসন রবিবার এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘মার্কিন গোয়েন্দারা ইতিমধ্যে নিশ্চিত করেছে যে ড্রোন হামলাটি সিরিয়া ও ইরাকের “ইরান সমর্থিত বাহিনী” দ্বারা সংঘটিত হয়েছে।’ এ ব্যাপারে ইরান জানায়, এই স্ট্রাইকের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। ইরানের বক্তব্য অনুযায়ী এই অঞ্চলে ‘রেজিসট্যান্স গ্রুপ’ দ্বারা মার্কিন ঘাঁটিতে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত সেখানকার নিজস্ব বাহিনী নিয়ে থাকে। এখানে ইরানের কোনো হাত নেই।

কয়েক সপ্তাহ ধরে বাইডেন প্রশাসন ইরাক ও সিরিয়ায় মার্কিন ঘাঁটিতে ইরান-সমর্থিত বাহিনীর আক্রমণ বন্ধ করার জন্য একটা সীমিত পদ্ধতি ব্যবহার করেছে, যারা অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ১৬৫ বার মার্কিন সেনাসদস্যদের ওপর আক্রমণের চেষ্টা করে। এক মার্কিন কর্মকর্তার মতে, তাদের আক্রমণের মাত্রা সীমিত রাখার উদ্দেশ্য ছিল মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাত প্রতিরোধ করা, যেন সেটা গাজা স্ট্রিপ ছাড়িয়ে দক্ষিণ লেবানন, ইয়েমেন, ইরাক ও সিরিয়াকে জড়িয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ আঞ্চলিক যুদ্ধে পরিণত না হয়।

বাইডেন বলেন, ‘গত চার বছরে এই অঞ্চলে মার্কিন সেনাসদস্যদের ওপর মারাত্মক হামলার কারণে ওয়াশিংটন প্রচণ্ড চাপের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও তারা ইরাক ও সিরিয়ায় ইরান-সমর্থিত মিলিশিয়া ঘাঁটিতে হামলার মাত্রা সীমিত রেখেছিল। কিন্তু এখন আর নয়।’ তিনি আরো বলেন, ‘গত রবিবার আমাদের জন্য একটা কঠিন দিন ছিল। ইরানের হামলায় এক ঘাঁটিতে আমরা তিন জন সাহসী সেনাকে হারিয়েছি। সঠিক সময়ে এর মোক্ষম জবাব দেওয়া হবে।’

বাইডেন এখানে কোন ধরনের পন্থা অবলম্বন করতে পারেন? মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ এ ব্যাপারে একটা সামরিক পরিকল্পনা এঁকেছে। তারা তাদের সামনে তিনটা বিকল্প সম্ভাবনার রূপরেখা প্রদান করেছে :ইরানের অভ্যন্তরে গিয়ে আঘাত হানা, ঐ অঞ্চলে ইরানের লক্ষ্যবস্তুতে আক্রমণ করা অথবা কূটনৈতিক পন্থা অনুসরণ করা।

বিকল্প ১ :ইরানের অভ্যন্তরে হামলা

ইরাক ও সিরিয়া সীমান্তের কাছে জর্ডানের এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত ‘টাওয়ার ২২’-এ রবিবারের ড্রোন হামলার পরিপ্রেক্ষিতে বাইডেনের সমালোচকেরা একমত হয়েছেন যে, মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক উত্তেজনা যেন বাড়তে না পারে, তা নিশ্চিত করার জন্য ইরানি প্রক্সিদের বিরুদ্ধে স্ট্রাইক সীমিত রাখার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বাইডেন প্রশাসন, সে কারণে ইরান মার্কিন ঘাঁটি আক্রমণের এমন সাহস করতে পেরেছে। কিছু সাবেক মার্কিন সামরিক কর্মকর্তা জোর দিয়ে বলেছেন, ইরানের অভ্যন্তরে ব্যাপক আকারে হামলা পরিচালনাই হতে পারে এর একমাত্র উপযুক্ত জবাব।

কয়েক সপ্তাহ ধরে বাইডেন প্রশাসন ইরাক ও সিরিয়ায় মার্কিন ঘাঁটিতে ইরান-সমর্থিত বাহিনীর আক্রমণ বন্ধ করার জন্য একটা সীমিত পদ্ধতি ব্যবহার করেছে, যারা অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ১৬৫ বার মার্কিন সেনাসদস্যদের ওপর আক্রমণের চেষ্টা করে। এক মার্কিন কর্মকর্তার মতে, তাদের আক্রমণের মাত্রা সীমিত রাখার উদ্দেশ্য ছিল মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাত প্রতিরোধ করা, যেন সেটা গাজা স্ট্রিপ ছাড়িয়ে দক্ষিণ লেবানন, ইয়েমেন, ইরাক ও সিরিয়াকে জড়িয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ আঞ্চলিক যুদ্ধে পরিণত না হয়।

জন মিলার একজন অবসরপ্রাপ্ত নৌবাহিনীর অ্যাডমিরাল, যিনি একসময় পারস্য উপসাগরে মার্কিন পঞ্চম নৌবহরের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বলেন, ‘আমরাই নিজেদের এমন এক পর্যায়ে নিয়ে এসেছি, যেখানে ইরানের কার্যকলাপ দমন করার জন্য তাদের ওপর সরাসরি হামলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। তারা লাল দাগ অতিক্রম করে ফেলেছে। এর জন্য তাদের জবাবদিহি করতে হবে।’

মিলার বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচিত ইরানের অভ্যন্তরে হামলা করা, যেটা ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসের অর্থনৈতিক সামর্থ্যের পাশাপাশি অন্য দেশে অস্ত্র পাঠনোর ক্ষমতাকে কমিয়ে দেবে। তিনি আরো বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচিত ইরানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা, যেন তারা অবাধে তেল রপ্তানি করতে না পারে।

বিকল্প ২ :ইরানের সম্পদের বিরুদ্ধে হামলা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরোধব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ইরানের অভ্যন্তরে হামলা চালানোর প্রয়োজন আছে বলে সবাই বিশ্বাস করে না। ট্রাম্প প্রশাসনের সময় সন্ত্রাস দমনের জন্য স্টেট ডিপার্টমেন্টের সাবেক সমন্বয়কারী নাথান সেলস বলেছেন, ‘মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা দীর্ঘ ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে যে, একটা সময় ছিল, যখন ঐ অঞ্চলে উচ্চমূল্যের ইরানি সম্পদে আঘাত করে ইরানের অর্থনৈতিক ক্ষতি করে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের উসকানি রোধের চেষ্টা করেছে।

তিনি ‘অপারেশন প্রেয়িং ম্যান্টিসের’ কথা উল্লেখ করে বলেন, ১৯৮৮ সালের এপ্রিলে পারস্য উপসাগরে তেহরানের স্থাপিত মাইন বিস্ফোরিত হওয়ার কয়েক দিন পরেই রোনাল্ড রিগান প্রশাসন ইরানের জাহাজের ওপর আক্রমণ করেছিল। সেই সময় রিগান প্রশাসন ইরানি নৌবাহিনীকে ডুবিয়ে দিয়েছিল এবং এরপর ইরান বেশ কিছু সময়ের জন্য নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিল। নাথান সেলস মনে করেন, আবারও এমন কিছু করার সময় এসেছে।

বিকল্প ৩ :কূটনৈতিক পুনঃসংযোগ

২০১৮ সালে তত্কালীন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের সঙ্গে পারমাণবিক চুক্তি থেকে সরে এলেও ২০২০ সালে বাইডেন ক্ষমতায় আসার পর যুক্তরাষ্ট্র আবার ইরানের সঙ্গে কূটনৈতিক চুক্তির মাধ্যমে ইরানকে পারমাণবিক শক্তি অর্জন থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। এমনকি সেই আলোচনা কিছুটা নিষ্ক্রিয় হয়ে গেলেও গত অক্টোবরে হামাসের আক্রমণের আগ পর্যন্ত মার্কিন প্রশাসন বিশ্বাস করত যে, ইসরাইল ও উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য একমাত্র কূটনৈতিক প্রচেষ্টাই মধ্যপ্রাচ্যকে শান্তি ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যেতে পারবে। এবং যখন চীন ২০২৩ সালের মার্চ মাসে সৌদি আরব ও ইরানের মধ্যে একটি সমঝোতার মধ্যস্থতা করেছিল, তখন মার্কিন প্রশাসনের কিছু কর্মকর্তা চলমান মার্কিন-চীন প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও সেটাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

এই মুহূর্তে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন সামরিক প্রতিশোধ নেওয়ার আহ্বান যুক্তরাষ্ট্রের ইসরাইল-হামাস বিরোধের অবসান ঘটাতে এবং ইরানের সঙ্গে উত্তেজনা হ্রাস করতে একটা কূটনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করার জন্য ঝুঁকি তৈরি করেছে। তারা এখন বাইডেন প্রশাসনকে লাল বোতাম থেকে এক ধাপ পিছিয়ে দরকষাকষির টেবিলের দিকে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানাচ্ছেন।

ওয়াশিংটনভিত্তিক থিংক ট্যাংক ‘সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল পলিসির’ এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ম্যাট ডাস বলেছেন, ইরানের সঙ্গে চুক্তির জন্য আলোচনার টেবিলে বসার পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংঘাতের অবসান ঘটাতে একটা বৈধ দ্বিরাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের জন্য চাপ দেওয়া উচিত এবং গাজা উপত্যকায় ইসরাইলকে মার্কিন সামরিক সহায়তার ওপর শর্ত আরোপ করা উচিত, যেখানে ইতিমধ্যে ২৫ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনিকে হত্যা করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, বাইডেন যদি মানবাধিকার, গণতন্ত্র ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনকে সম্মান করেন, তাহলে সেটা প্রমাণ করার এখনই উপযুক্ত সময়।

লেখক: ফরেন পলিসির পেন্টাগন ও জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক প্রতিবেদক

ফরেন পলিসি থেকে অনুবাদ

ঝাড়খণ্ডের নতুন মুখ্যমন্ত্রী কি সরকার টিকিয়ে রাখতে পারবেন

শুভজিৎ বাগচী

প্রায় ২৪ ঘণ্টা টানাপোড়েনের পর আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল সি পি রাধাকৃষ্ণন রাজ্যের নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী চম্পাই সরেনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। বৈঠকে রাজ্যপাল সরকার গঠন করতে চম্পাই সরেনকে অনুরোধ করলেও নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেননি বলে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার (জেএমএম) তরফে সাংবাদিকদের জানানো হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী চম্পাই সরেনের সঙ্গে ৮১ সদস্যের ঝাড়খণ্ড বিধানসভায় ৪৭ এমএলএ সমর্থন-সংবলিত চিঠি রয়েছে। আশা করা হচ্ছে, এভাবে তিনি আরও কিছুদিন রাজ্যে ‘ইন্ডিয়া’ জোটের সরকার টিকিয়ে রাখতে পারবেন।

ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সরেনকে গতকাল বুধবার রাতে কেন্দ্রীয় সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) গ্রেপ্তার করেছে। তিনি পদত্যাগ করেছেন। তাঁর দল জেএমএম, কংগ্রেস ও অন্যান্য দল মিলিয়ে ক্ষমতাসীন জোটের কাছে ৪৭ বিধায়ক রয়েছেন। রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করলেন। এখন চম্পাই সরেন সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রেখে সরকার টিকিয়ে রাখতে পারেন কি না, সেটাই দেখার।

সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও সরকার টিকিয়ে রাখাটা একটা সমস্যা বলে মনে করেন জেএমএমের এক বিধায়ক। ওই বিধায়ক প্রথম আলোকে আজ বৃহস্পতিবার বলেন, জোট সরকারে জেএমএমের ২৮ ও কংগ্রেসের ১৭ এমএলএ আছে। কংগ্রেসের এই এমএলএদের মধ্যে মাত্র সাতজনকে ভাঙাতে পারলেই সরকার পড়ে যাবে।

আগামীকাল রাজ্যে আসছেন রাহুল গান্ধী। তিনি তিন-চার দিন থাকবেন। তিনি রাজ্য ছাড়ার পর কংগ্রেসের এমএলএরা বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএকে সমর্থন দেবেন না, তার কী নিশ্চয়তা আছে? এমন হলে ইন্ডিয়া জোটের সরকারের পতন হবে।

চম্পাই সরেনের চ্যালেঞ্জ

২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে এই প্রক্রিয়ায় বিজেপি ঝাড়খণ্ডে জেএমএম ও কংগ্রেসের জোট সরকার ফেলার চেষ্টা করেছিল। তখন সফল হয়নি; কারণ, মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সরেন বিধায়কদের সবাইকে ছত্তিশগড়ে নিয়ে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে রেখেছিলেন। বর্তমানে দুর্নীতির অভিযোগে হেমন্ত তদন্তকারী সংস্থা ইডির হেফাজতে। চম্পাই সরেনের প্রথম বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, আগামী সপ্তাহের শেষ পর্যন্ত সরকার টিকিয়ে রাখা।

এ কাজে এই আদিবাসী নেতা অভ্যস্ত নন ঠিকই। তবে তাঁর অন্য অনেক সুবিধা রয়েছে। ৬৮ বছর বয়সী চম্পাই সরেনের প্রাথমিক সুবিধা হচ্ছে, তিনি ঝাড়খণ্ডের প্রভাবশালী সরেন পরিবারের সদস্য নন। তিনি ১৯৭০-এর দশকে ঝাড়খণ্ড আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে রাজনীতিতে এসেছেন। ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের কারণে ২০০০ সালে বিহার থেকে আলাদা হয়ে ঝাড়খণ্ড পৃথক আদিবাসী রাজ্য হিসেবে গড়ে উঠেছে। জেএমএমের প্রতিষ্ঠাতা, হেমন্ত সরেনের বাবা ও ভারতের জনজাতি সম্প্রদায়ের নেতা শিবু সরেনের হাত ধরেই চম্পাই সরেনের রাজনীতিতে আসা।

দক্ষিণ ঝাড়খণ্ডের সিংভূম অঞ্চলে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন চম্পাই। এ কথা আদিবাসী সম্প্রদায় ভোলেনি। এ কারণে হেমন্ত সরেন প্রথমে তাঁর স্ত্রী কল্পনাকে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণার চেষ্টা করেও দল এবং জোট শরিক কংগ্রেসের চাপে পিছিয়ে যান। ফলে নিঃসন্দেহে ঝাড়খণ্ডে এই মুহূর্তে বিজেপিকে রুখে সরকার বাঁচাতে চম্পাই সরেন উপযুক্ত নেতা। এ ছাড়া এই প্রবীণ রাজনীতিকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ নেই।

দ্বিতীয়ত, চম্পাই প্রতিরোধপন্থী নেতা, যিনি দীর্ঘ সময় আদিবাসীদের অধিকার সুরক্ষায় বড় ভূমিকা রেখেছেন। পাশাপাশি তিনি ঝাড়খণ্ডের শিল্প-লবিরও পছন্দের লোক। খনিজ শিল্পসমৃদ্ধ শিল্পপতিদের একাংশ বিশ্বাস করেন, তিনি অন্য প্রতিরোধপন্থী নেতাদের মতো কট্টর নন, তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলা যায়। সবচেয়ে বড় কথা, খনিজ সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে রাজ্যের উন্নয়নের গুরুত্ব তিনি বোঝেন।

এ ছাড়া চম্পাইয়ের যথেষ্ট প্রশাসনিক দক্ষতা রয়েছে। তিনি দুই দশক ধরে সাবেক দুই মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা ও হেমন্তের মন্ত্রিসভায় কাজ করেছেন। দক্ষিণ ঝাড়খণ্ডে তাঁর নির্বাচনী এলাকায় সশস্ত্র মাওবাদীদের আংশিক প্রভাব রয়েছে। সেখানে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পাশাপাশি ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে পরপর ছয়বার নির্বাচনে জিতেছেন তিনি।

এ কারণেই হেমন্তের গ্রেপ্তারের পর আইনশৃঙ্খলা বজায় রেখে প্রতিবাদকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছেন নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী। ঝাড়খণ্ডের নাগরিক সমাজের একাংশের বক্তব্য, চম্পাই বুঝতে পেরেছিলেন, তীব্র প্রতিবাদ রাজ্যে অরাজকতা সৃষ্টি করতে পারে। অরাজকতাকে কারণ দেখিয়ে বিজেপি ঝাড়খণ্ডে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করতে পারে। সেই কারণেই প্রতিবাদ নিয়ন্ত্রণ করেছেন নতুন মুখ্যমন্ত্রী। তাই আশা করা হচ্ছে, তিনি জোটের ৪৭ বিধায়ককে ধরে রাখতে পারবেন।

তবে চম্পাই সরেনের চ্যালেঞ্জ এখানেই শেষ নয়। তাঁর নেতৃত্বের একটা বড় চ্যালেঞ্জ আসছে ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার ভেতর থেকেই। আরও নির্দিষ্টভাবে বললে সরেন পরিবারের ভেতর থেকেই। হেমন্ত সরেনের আত্মীয় সীতা সরেন তিনবারের বিধায়ক।

তাঁর মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার ইচ্ছা আছে। সেই জায়গা থেকেই তিনি জেএমএমের কিছু বিধায়ককে সঙ্গে নিয়ে হেমন্তের স্ত্রী কল্পনার মুখ্যমন্ত্রী হওয়া আটকে দিয়েছেন। আগামী দিনে বিজেপির সমর্থনে সীতা যে কংগ্রেসের ৭ বিধায়ককে নিজের দিকে টেনে সরকার ভাঙার চেষ্টা করবেন না, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। স্বাভাবিকভাবেই এই সরকারে পতনে বিজেপি মদদ দেবে। কারণ, রাজ্যে বিজেপির ভোট জেএমএম ও কংগ্রেসের যৌথ ভোটের চেয়ে বেশি, ৩৩ শতাংশ। বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএর মোট আসনও কম নয়। তাদের মোট আসন ৩২। অর্থাৎ আর ১০ বিধায়ককে নিজেদের দিকে টানতে পারলেই ৮১ সদস্যের বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে পারবে বিজেপি। সেটা সীতা সরেন বা বিজেপির নেতা অর্জুন মুন্ডার নেতৃত্বে হবে কি না, তা আর কিছুদিনের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। রাম মন্দির উদ্বোধনের পর যে বিজেপিপন্থী হাওয়া বইতে শুরু করেছে, তার জেরে বিহারে জোট সরকার নিজেদের ক্ষমতায় রাখতে পারেনি। জোটের সরকার বিহারের পার্শ্ববর্তী রাজ্যেও থাকবে কি না, তা আগামী সপ্তাহের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

সৌ: প্র: আ:

প্রথম নজর

‘চলে যাবেন না স্যার’ বিদায়ী শিক্ষকের প্রতি আর্জি শিক্ষার্থীদের

এম মেহেদী সানি ● স্বরূপনগর

আপনজন: সরকারি নিয়ম অনুযায়ী শিক্ষক মহাশয় কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করবেন, আজকের পর থেকে তিনি আর বিদ্যালয়ে আসবেন না, বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে গুরুজনদের মুখে এমন কথাই শুনছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। কিন্তু বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির সায়ন পোদ্দার, রাকিব মোল্লা, চতুর্থ শ্রেণির প্রান্তিক দেবনাথ সাহা, আলম সরদারদের কাতর আর্জি স্যার চলে যাবেন না, আপনি আগের মতো নিয়মিত স্কুলে আসবেন, আমাদেরকে পড়াবেন। ছাত্র-ছাত্রী সহ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এমনই অনুরোধে সাড়া দিয়ে শুধুমাত্র খাতা কলমে অবসর গ্রহণের কথা জানালেন স্বরূপনগরের সগুণা ২ নং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিশেষভাবে সক্ষম শিক্ষক তাপস কুমার মন্ডল। তাপস বাবু বলেন যতদিন পারব নিরবিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যালয়ে আসব, ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পাঠ দান করব। জানা গিয়েছে, ছোটবেলায় পোলিও রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন তাপস কুমার মন্ডল। তবুও উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সচেষ্ট ছিলেন তিনি, অবশেষে ১৯৯৮ সালে গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার সুযোগ পান। হাঁটাচলা না করতে পারলেও ট্রাই সাইকেলে করেই বৃহৎ কর্মজীবন অতিবাহিত করলেন তাপস বাবু। বুধবার ছিল কর্মজীবনের শেষ দিন। দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রধান শিক্ষক মহিউদ্দিন মন্ডলের তত্বাবধানে তাপস বাবুর বর্ণাঢ্য বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন এনসিসি শিক্ষার্থীরা ‘গার্ড অফ অনার’ সম্মান প্রদান করে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে বিদায়ী শিক্ষককে বিদ্যালয়ে আনা হয়। বিশেষভাবে সক্ষম হয়েও তাপস বাবুর নিষ্ঠা, পাঠদানের দক্ষতা নিয়ে ভূষসি প্রশংসা করতে দেখা যায় শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবকদের। এ দিন বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে বিদায়ী শিক্ষক তাপস কুমার মন্ডলের হাতে হিন্দু, মুসলিম এবং খ্রিস্টান ধর্মের তিনটি ধর্মগ্রন্থ তুলে দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠান থেকে পায়রা উড়িয়ে শান্তির বার্তা দেন স্বরুপনগর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নারায়ণ কর। উপস্থিত ছিলেন ‘বেডসে’র রাজ্য সভাপতি আমিনুল ইসলাম, সম্পাদক সাহাজাহান মন্ডল সহ-সভাপতি আলফাজ হোসেন, নুরুল হক সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পাশাপাশি এলাকার বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকবৃন্দ।

ভোজেরহাট বালিকা বিদ্যালয়ের সমাবর্তনে বিজ্ঞান প্রদর্শনী

গৌরাঙ্গ সরখেল ● ভোজেরহাট

আপনজন: ‘ননসেন্স রাইম’-এর প্রবর্তক ছড়াকার সুকুমার রায়-এর শততম প্রয়াণবর্ষ ও আবোল তাবোল এর শতবর্ষপূর্তিকে সামনে রেখে ভোজেরহাট সারদা দেশপ্রিয় বালিকা বিদ্যালয়ের ৫৮ তম সমাবর্তন অনুষ্ঠান সাজানো হয়েছিল নানা রঙের বুননে। অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল দেখার মতো, অভিভাবকরাও ছিলেন তাদের সঙ্গে। আর বিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্মী সহ সকল শিক্ষিকারা একযোগে যেভাবে একটি সুন্দর অনুষ্ঠান উপহার দিলেন, তা বহুদিন সমাজ মনে রাখবে।
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ভাঙ্গড়ের অন্যতম বালিকা বিদ্যালয় ভোজেরহাট সারদা দেশপ্রিয় বালিকা বিদ্যালয়। তাদের ৫৮তম বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব এর নাম দেওয়া হয়েছিল ‘উদ্ভাস’ একই সঙ্গে আয়োজন করা হয়েছিল ছাত্র-ছাত্রীদের তৈরি করা বিজ্ঞান প্রদর্শনী।
সোমবার ২৯ জানুয়ারি অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের বর্তমান উপসচিব ডঃ পার্থ কর্মকার এবং বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করেন ভাঙ্গড়-২ ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আরাবুল ইসলাম ও জেলা পরিষদের সদস্য হাকিমুল ইসলাম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ‘জগৎজুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে ‘এই রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করে ছাত্রীরা। এর মধ্য দিয়ে শুরু হয় এদিনের অনুষ্ঠান। পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন সৃজনশীল কাজগুলি ছাত্রীদের অনেকটাই এগিয়ে রাখছে তার আরেকটি নমুনা সৃষ্টি করল ভোজেরহাট সারদা দেশপ্রিয় বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা। যেখানে বিজ্ঞান প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে হাতে-কলমে বিজ্ঞান শিক্ষার ছোট ছোট নিদর্শনগুলি ফুটে উঠেছিল। ডঃ পার্থ কর্মকার সমস্ত কিছু খুঁটিয়ে দেখার পর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। তিনি বলেন, বিজ্ঞান শিক্ষা সহজ ও আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে যে চলতে পারে, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ প্রত্যন্ত এলাকার এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা প্রদর্শনীর মাধ্যমে তুলে ধরেছে। এর ফলে পড়াশোনা ভারমুক্ত হয় এবং ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে তা আনন্দদায়কও হয়। বিভেদের মাঝে ঐক্য, নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধানের দেশ আমাদের এই ভারতবর্ষ। বিভিন্ন রাজ্যের উৎসবের নাচ দিয়ে সাজানো হয়েছিল একটি নৃত্যানুষ্ঠান ‘অঙ্গে বিভঙ্গে প্রাদেশিক ছন্দে ‘। পশ্চিমবঙ্গের একটি লুপ্তপ্রায় শিল্পকলা, পুতুল নাচ, সেটিকে পুনর্জীবন করার লক্ষ্যেই এদিন অভিনীত হয় ‘বাঁচার ঠিকানা’ নামক একটি পুতুল নাচ।

গ্রামীণ রাস্তায় বালি বোঝাই লরি আটকে বিক্ষোভ স্থানীয়দের

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: গ্রামীণ রাস্তা দিয়ে বালি বোঝাই ভারী লরি নিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদ, বালি বোঝাই লরি আটকে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় বাসিন্দারা। গায়ের জোরে গ্রামীণ রাস্তা দিয়ে বালি পরিবহনের প্রতিবাদে রাস্তায় নামলেন এলাকাবাসী। বালি বোঝাই একাধিক লরি আটক করে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসী। ঘটনা বাঁকুড়ার বড়জোড়া থানার মানাচরের সীতারামপুর কলোনি এলাকার। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে সম্প্রতি দামোদর নদের মানাচর এলাকা লাগোয়া একটি বালিঘাট থেকে বালি উত্তোলনের অনুমতি পায় এক বালি কারবারি। সেই ঘাট থেকে বালি উত্তোলনের অনুমতি মিললেও কোন রাস্তা দিয়ে সেই বালি পরিবহন করা হবে তা এখনো নির্দিষ্ট হয়নি। স্থানীয়দের দাবী পুলিশ ও প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে কার্যত গায়ের জোরে বালি কারবারি বড় বড় লরিতে করে সীতারামপুর এলাকার গ্রামীণ রাস্তা দিয়ে বালি পরিবহনের চেষ্টা করছে। এমনটা হতে থাকলে সীতারামপুর এলাকার গ্রামীণ রাস্তা অচিরেই বেহাল হয়ে পড়বে। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্থ হবে এলাকার মানুষের বাড়িঘর। এই আশঙ্কায় আজ সকালে বালি বোঝাই লরি আটকে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন এলাকাবাসী। অবিলম্বে ওই গ্রামীণ রাস্তা দিয়ে বালি পরিবহনে তীব্র আপত্তি জানানো হয় গ্রামবাসীদের তরফে। প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ না করলে আগামীদিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন স্থানীয়রা।

ব্যাগ ফিরিয়ে সততার পরিচয় সাংবাদিকের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● গলসি

আপনজন: জামা কাপড় গহনা সহ একটি ব্যাগ ফিরিয়ে দিয়ে সততার পরিচয় দিলেন পূর্ব বর্ধমানের গলসির ‘আপনজন’ সাংবাদিক আজিজুর রহমান। তার এমন কাজে আবারও মানবিকতার ছবি ফুঁটে উঠল। এর আগেও তিনি টাকা সহ একটি মানিব্যাগ থানা মারফৎ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। আজিজুর জানাই, এদিন এগারোটা নাগাদ সে বুদবুদ থেকে বর্ধমান অভিমুখে গলিগ্রামে ফেরার সময় ব্যাগটি কুড়িয়ে পান। এরপরই গলসি ওসি সুদীপ্ত মুখার্জ্জী কে জানাই।
তিনি ও তার টিম ততপরতার সাথে বিভিন্ন জায়গায় খবর দিলে সেই ব্যাগ ফেরত নিতে আসেন ব্যাগের মালিক। এরপরই উপযুক্ত প্রমান নিয়ে পুলিশ ব্যাগের মালিককে ব্যাগটি ফেরত দেয়। জানাগেছে, ব্যাগের ভিতরে দুটি ব্যাগ সহ বেশকিছু গহনা ও জামাকাপড় ছিল। তবে গহনা পরিমান ও পরীক্ষা করতে স্বর্ণকার থানায় এলে পুলিশ জানতে পারে গহনা গুলি হুবহু সোনার মতো দেখতে হলেও সেগুলি আসলেই সোনার নয়। তবুও এলাকার ছেলে এমন কাজের প্রশংসা করেছেন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সেখ ফিরোজ আহম্মেদ। তিনি বলেন, গলসিতে এই রকম অনেক মানুষ আছে যারা আমাদের গলসিকে গর্বিত করেছে। এতে আমাদের গলসির সুনাম বেড়েছে। গলসি পুলিশও ততপরতার সাথে কাজ করেছে। তাদের ধন্যবাদ জানাই। সাংবাদিক সফিকুল ইসলাম বলেন, আজকে দিনে কেউ কিছু কুড়িয়ে পেলে তা আত্মগত করে নেয়। তবে আজিজুর মহতী কাজ করেছে। এমন একজন সহকর্মী আমাদের গর্ব। ব্যাগের মালিক পশ্চিম বর্ধমানের পানাগড়ের বাসিন্দা সন্যাসী লোহার জানিয়েছেন, তিনি মোটর বাইকে করে গলসির জুজুটিতে একটি বিয়ে বাড়ি যাচ্ছিলেন। পথে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে ব্যাগটি মোটর সাইকেল থেকে পড়ে যায়। তবে তার ব্যাগে থানা গহনা সোনার নয়। ব্যাগটি ফেরত পেয়ে তিনি গলসি থানার পুলিশ ও আজিজুরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

আগুনে ভস্মীভূত হল বহড়ুর বেকারি

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: বুধবার রাতে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গেল একটি বেকারি। ঘটনাটি ঘটেছে জয়নগর থানার বহড়ু বাজারে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, এদিন রাতে বহড়ু বাজারে নাজির হোসেন সেখ নামে এক ব্যক্তির বেকারিতে আচমকা আগুন লেগে যায়। সে সময় বেকারিতে কেউ ছিলো না। আশে পাশের মানুষ বেকারির ভেতর থেকে আগুনের শিখা দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি ঝাঁপিয়ে পড়ে আগুন নেভাতে। পাশের দিঘীরপাড় গ্রাম থেকে ও বহড়ু বাজারের আশে পাশের মানুষ এসে বহড়ু বাজারের গঙ্গা থেকে জল দিয়ে আগুন নেভানোর কাজে লেগে পড়ে। খবর পেয়ে দিঘীরপাড়ের বাড়ি থেকে ছুটে আসে এই বেকারির মালিক নাজির হোসেন সেখ, রাজেশ শেখ সহ অন্যান্যরা। খবর দেওয়া হয় জয়নগর থানা ও জয়নগর মজিলপুর দমকল বিভাগে। সাধারণ মানুষের সাথে আগুন নেভাতে হাত লাগায় জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল সহ একাধিক পুলিশ কর্মীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে আগুন নেভানোর কাজ করে দমকলের একটি ইঞ্জিন। ঘন্টা দেড়েকের চেষ্টা য় অবশেষে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে ততক্ষনে সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। পোড়া অবস্থায় ছড়িয়ে সামগ্রী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে।

ধর্না টেট চাকরি প্রার্থীদের

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: আদালতের অনুমতি নিয়ে ২০২৪ চাকরি প্রার্থীরা সল্টলেক করুনাময়ী বাসষ্ট্যান্ড লাগোয়া ভিডিওকন মাঠের সামনে বৃহস্পতিবার থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধর্ণায় বসলেন প্রাইমারি টেট ২০২৪ চাকরি প্রার্থীরা।
আপার প্রাইমারি বা ২০১৭ ডি এল ডি বঞ্চিত চাকরি প্রার্থীরা বেশ কয়েক মাস আগে থেকেই কলকাতায় শহীদ মিনারে মাতঙ্গিনী হাজরার মূর্তির পাদদেশে ধর্ণা মঞ্চে বসে আছেন।
কিন্তু ২০২২ সালের টেট পাস চাকরি প্রার্থীরা এতদিন শুধু মাত্র হাজরা মোড় অভিযান বা মধ্য কলকাতায় মিছিলের মধ্যেই তাদের প্রতিবাদ করে আসছিলেন। তারা গত মাসের মাঝামাঝি সময়ে ঘোষণা করেন, এবার তারাও স্থায়ী ধর্ণা মঞ্চ করে সেখানে চাকরির দাবিতে অবস্থান করবেন। সল্টলেকে বিকাশ ভবনের কাছাকাছি কোনো একটি জায়গায় তাদের ধর্ণা মঞ্চ করতে দেওয়া হোক। এই আবেদনে পুলিশের কাছে তারা লিখিত আকারে অনুমতি চাইলে সেই অনুমতি খারিজ করে দেয় পুলিশ। ফলে তারা আদালতের দ্বারস্থ হন। আদালত ১ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি তাদের এই জায়গায় ধর্নায় বসার অনুমতি দেয়। বৃহস্পতিবার বেলা ১ টা থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি বেলা ১ টা পর্যন্ত তাদের এখানে বসার জন্য আদালতের অনুমতি আছে। আজ করুণাময়ী বাস টার্মিনাস থেকে মিছিল করে আন্দোলনকারীরা ধর্ণা মঞ্চে আসেন। আগামীকাল থেকে মাধ্যমিক শুরু। পরীক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে কাল থেকে তারা পরীক্ষা চলাকালীন কোনো মাইকিং বা স্লগানিং করবেন না বলেই আশ্বাস দিয়েছেন। তাদের দাবি, শীর্ষ আদালতে নিয়োগের জট কেটে গেছে। রাজ্য সরকারও জানিয়েছে, ৫০ হাজার শূন্য পদ আছে। তাও কেন তারা ইন্টারভিউ বা নিয়োগ পত্র হাতে পাচ্ছেন না, তার প্রতিবাদে বিকাশ ভবনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই তাদের এই ধর্ণা।

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু

আসিফা লস্কর ● মহেশতলা

আপনজন: মহেশতলা থানার অন্তর্গত পুটখালী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজর এক পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় উচ্ছিসমান সামন্ত। জানা যাচ্ছে বাঁকুড়ার বাসিন্দা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের চতুর্থতম বর্ষের ছাত্র। কলেজের কাছেই একটি বাড়িতে ভাড়া থাকতো তিনজন পড়ুয়া। ওই পড়ুয়া উচ্ছিসমান সামন্ত গতকাল সন্ধ্যা থেকে ঘরের মধ্যে একাই ছিলেন। ওই পড়ুয়ার এক বন্ধু যখন ঘরে ফিরে দেখে উচ্ছিসমান সামন্ত চৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তারপরেই ওই বন্ধু ভাড়াটিয়ার পরিবারের লোকজনকে ডাকে এবং আরো কলেজ পড়ুয়ারা এসে উচ্ছিসমান সামন্ত কে প্রথমে মহেশতলা পৌর হাসপাতালে নিয়ে যায় তারপরে বেহালা বিদ্যাসাগর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। তবে এই মৃত্য ঘটনার নেপথ্যে কি কারণ রয়েছে ময়নাতদন্ত পরেই পরিষ্কার হবে। তদন্তে মহেশতলা থানা পুলিশ।

কেন্দ্রের বেতন ও শ্রমিক কোড বদলের দাবি ব্যাঙ্ক সংগঠনের

আপনজন ডেস্ক: বৃহস্পতিবার ব্যাংকে কর্মরত চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের একটি সংগঠন বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ব্যাংক কন্ট্রাক্ট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন (বি.পি.বি.সি.ইএ)-এর ১৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে একি অনুষ্ঠানের আযোজন করা হয় ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সভার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিপিবিসিইএ-এর চেয়ারম্যান কমল ভট্টাচার্য,। এদিনের সভায় কেন্দ্রীয় সরকারের বেতন কোড এবং শ্রমিক কোডকে শ্রমিক এবং কর্মচারী বিরোধী বলে অভিহিত করে অবিলম্বে প্রত্যাহারের জন্য জোরালো দাবি জানানো হয়। সংগঠণের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন বলেন, বেতন কোড এবং শ্রমিক কোড-এর ধারা, উপধারা গুলি কেবল মালিকপক্ষকে সুবিধা দেওয়ার জন্যেই সরকার গঠন করেছে। ওই আইন দ্বারা কোনো ভবেই শ্রমিক কর্মচারী উপকৃত হতে পারে না। ওই আইন শ্রমিক কর্মচারীদের অস্তিত্বকে ধংস করে ব্রিটিশ শাসকের যুগকে ফিরিয়ে আনতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। তিনি জানান, বি জে পি শাসিত কিছু রাজ্যে বাস্তবাযিত করার চেষ্টা হলেও পশ্চিমবঙ্গ সহ একাধিক রাজ্যে সম্ভবপর হয়নি সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের বিরোধিতায়। সাহাবুদ্দিন আরও বলেন, আমরা এই সভা থেকে আহ্বান করছি সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে একাত্রিত হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের এই ফ্যাসিস্ট আইন প্রত্যাহারের জন্য কৃষক আন্দোলনের পথ ধরে আন্দোলনে নামার জন্য। তিনি আরও আক্ষেপের সুরে বলেন, স্বাধীনতার পরেই পরে শ্রমিক স্বার্থে গঠিত হয়েছিল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট অ্যাক্টু ১৯৪৭ এবং মিনিমাম ওয়েজেস অ্যাক্ট ১৯৪৮। কিন্তু দীর্ঘ্ ৭৫ বছরের পরও ওই আইন শ্রমিক কর্মী স্বার্থে কোনো সংযোজন এবং সংশোধন হইনি। ফলে ডেপুটি চিফ লেবার কমিশনের অফিসে যেকোন লেবার ডিসপিউট-এর ক্ষেত্রে শ্রমিক রা তাদের সঠিক প্রাপ্য পেতে খুবই অসুবিধা হয় এবং প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। কর্মীরা আইনানুগ প্রাপ্য থেকে ক্রমাগত বঞ্চিত অথচ উক্ত আইনের বহু ধারা উপধারা সংশোধনীর খুবই প্রয়োজন ছিল, যেটা হয়নি। সাহাবুদ্দিন দেশের মোট সম্পদকে সরকার কয়েকজন শিল্পপতিদের হতে তুলে দিতে সচেষ্ট হওয়ায় দেশের ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, লাগামহীন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, আর্থিক মন্দা বলে মন্তব্য করেন।

মাদ্রাসায় একসঙ্গে পাঁচজন কুরআনে হাফিজ হলেন

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: পবিত্র কুরআন মুখস্থ করে এক সঙ্গে পাঁচজন ছাত্র কুরআনে হাফিজ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার জামেউল উলুম শুকরিয়া তুলসীহাটা বাস স্ট্যান্ড মাদ্রাসা থেকে।
বুধবার রাতে জালসা অনুষ্ঠান করে ওই পাঁচজন হাফিজ কে পাগড়ি প্রদান করা হয়। তাঁদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনায় দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন ওই মাদ্রাসার শিক্ষকরা। ওই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক হাফিজ ও কারি মহম্মদ মহবুব আলম জানান, পাগড়ি প্রাপ্ত পাঁচজন হাফিজ হলেন-আমন আলম (১৩), রিয়ায়েত হোসেন (১২), মহম্মদ মুদ্দাসির (১৪), মুনাবর আলম (১৬)ও মহম্মদ আকিব ওরফে জোরেজ (৯)। আমন, রিয়ায়েত ও মুদ্দাসির দুই বছরে, মুনাবর আড়াই বছরে ও জোরেজ মাত্র নয় মাসে হিফজ সম্পন্ন করে কুরআনে হাফিজ হয়েছে। তিনি আরো জানান, এই মাদ্রাসায় বর্তমানে ১৫০ জন ছাত্র ও চারজন শিক্ষক রয়েছে। মালদা জেলা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহার থেকেও বেশ কয়েকজন ছাত্র রয়েছে। প্রায় ৭৫ জন ছাত্র মাদ্রাসার হোস্টেলে রয়েছে। তাঁদের থাকা ও খাওয়া দাওয়ার সমস্ত খরচ মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ বহন করে থাকে। এখানে উর্দু শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষাও (বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দি) দেওয়া হয়।

মাদ্রাসার পরীক্ষার্থীদের ফুল, কলম দিয়ে শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: বৃহস্পতিবার শুরু হয়েছে মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষা। এদিন উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাট এলাকার কোদালিয়া হাই মাদ্রাসা ও কাদেরিয়া হাই মাদ্রাসায় উপস্থিত হয়ে ছাত্রছাত্রীদের হাতে গোলাপ ফুল, জলের বোতল, কলম সহ শুকনো খাবার তুলে দিতে দেখা যায় মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের অন্যতম সিনিয়র সদস্য একেএম ফারহাদকে। ছাত্রছাত্রীবৃন্দের শুভেচ্ছা বিনিময় পর্বে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী সাহানুর মন্ডল, মাদ্রাসার পরিচালন সমিতির সভাপতি ভুপাল সর্দার, সম্পাদক আব্দুল হামিদ গাজী, প্রধান শিক্ষক মোঃ জাকির হোসেন, পঞ্চায়েত সদস্য আসরাফুজ্জামান বুলবুল, শিক্ষক কাওসার হাসান প্রমুখ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বিধায়কের উদ্যোগে বেলুড় আন্ডারপাস

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়ার বেলুড় স্টেশনের আন্ডারপাসে জল জমার সমস্যা নিরসনে নিজে উদ্যোগ নিয়েছিলেন বালির তৃণমূল বিধায়ক ডা: রাণা চ্যাটার্জি। বিধায়কের উদ্যোগেই আন্ডারপাসে দীর্ঘদিনের জল জমার সমস্যার এবার পাকাপাকি সমাধান হচ্ছে। বিধায়কের উদ্যোগেই বেলুড় আন্ডারপাসের এবার সুদিন ফিরলো। এর আগে পুরসভার ইঞ্জিনিয়র, রেলের আধিকারিক, পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তাদের নিয়ে ওই এলাকা পরিদর্শন করেছিলেন বিধায়ক। প্রতিদিন ওই আন্ডারপাস দিয়ে কয়েক হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। কিন্তু একটু বৃষ্টিতেই জল জমে যেত ওই আন্ডারপাসে। ফলে যাতায়াতের সমস্যা হচ্ছিল। ডাঃ রাণা চ্যাটার্জি জানান, মাধ্যমিক ও হাই মাদ্রাসা পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগেই রাস্তার কাজ সম্পন্ন হলো। আমি নিশ্চিত এতে বহু মানুষ উপকৃত হবেন।

পুলিশকে দড়ি দিয়ে গাছে বেঁধে মারধর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: পুলিশকে মাজায় দড়ি দিয়ে গাছে বেঁধে মারধোর গ্রামবাসীদের। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন নদিয়ার কৃষ্ণনগরে রয়েছেন ঠিক সেই সময় পুলিশকে ঘিরে চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটলো নদীয়ার ভীমপুর থানার পূর্ব ভাতছালায়। জমি বিবাদ নিয়ে অশান্তির জেরে ভীমপুর থানার এএসআই নির্মলবাবু ও কনস্টেবল সহ অবৈধভাবে জমি দখলের জন্য গেলে স্থানীয় উত্তেজিত এলাকাবাসী তাদেরকে গাছে দড়ি দিয়ে বেঁধে মারধর করে। ঘটনা জানার পর ভীমপুর থানা বিশাল পুলিশ বাহিনী সেইখানে পৌঁছায়। বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে তাদেরকে উদ্ধার করে।

স্কুল ছাত্রীর গলা কাটা মৃতদেহ উদ্ধার

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: নিখোঁজ হওয়া নাবালিকা স্কুল ছাত্রীর গলা কাটা মৃতদেহ উদ্ধার। ঘটনায় অভিযুক্তর বাড়ি ভাঙচুর। জিনিসপত্রে আগুন ধরিয়ে দিলো উত্তেজিত জনতা। মালদার ইংলিশ বাজারের আম বাজারে এলাকা থেকে উদ্ধার দেহ। উল্লেখ্য মুখ্যমন্ত্রীর মালদা সফরের ২৪ ঘন্টা আগে ইংলিশবাজারের উত্তর বালুচর এলাকা থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল পঞ্চম শ্রেণীর এক নাবালিকা ছাত্রী। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তদন্ত শুরু করেছিল পুলিশ। বুধবার গভীর রাত্রে নিখোঁজ হওয়া ছাত্রের গলা কাটা দেহ উদ্ধার হয় মালদা শহর থেকে ঢিল ছড়া দূরত্ব আম বাজার থেকে। তবে দেহ উদ্ধার হল এখনো মুণ্ডু পাওয়া যায়নি ছাত্রীর। পাশাপাশি নিখোঁজ হওয়া এই দেহ ওই ছাত্রেরই কিনা সেটি ও শনাক্তকরণ শুরু করেছে পুলিশ। ইতিমধ্যে ঘটনা তদন্ত শুরু করে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

মাধ্যমিক ২০২৪

অনুসন্ধান কলকাতার মক টেস্ট

ইংরাজি

ENGLISH (Second Language)
NEW SYLLABUS
(BASED ONLY ON CLASS X SYLLABUS)
Time — 3 Hours 15 Minutes
(First 15 minutes for reading the question paper only, 3 hours for writing)
Full Marks : 90

1. Read the passage carefully and answer the questions that follow:

As he entered the school gate, an idea occurred to him. He would deliver the letter to the headmaster at the end of the day. There was a chance Samuel might do something during the course of the day to justify the letter. Swami stood at the entrance to his class. Samuel was teaching arithmetic. He looked at Swami. Swami hoped Samuel would scold him severely.

"You are half an hour late" Samuel said.

"I have a headache, sir," Swami said.

"Then why did you come at all?"

This was an unexpected question from Samuel.

Swami said, "My father said I shouldn't miss school, sir."

Samuel looked impressed. "Your father is quite right. We want more parents like him."

"Oh, you poor man!" Swami thought, "You don't know what my father has done to you." "All right, go to your seat."

Swami sat down, feeling sad. He had never met anyone as good as Samuel.

The teacher was inspecting the home lessons. To Swami's thinking, this was the time when Samuel got most angry. But today Samuel appeared very gentle.

"Swaminathan, where is your homework?"

"I have not done my homework, sir," Swami said.

"Why— headache?" asked Samuel.

"Yes, sir."

"All right, sit down," Samuel said.

When the bell rang for the last period at 4.30, Swami picked up his books and ran to the headmaster's room. He found the room locked. The peon told him the headmaster had gone on a week's leave. Swaminathan ran away from the place.

As soon as he entered home with the letter," Father said, "I knew you wouldn't deliver it." "But the headmaster is on leave," Swami said.

Father snatched the letter away from Swami and tore it up.

"Don't ever come to me for help if Samuel scolds you again. You deserve your Samuel," he said.

A. Write the correct alternative in the given spaces to complete the following sentences: 1×5 =5

(a) The idea of delivering the letter occurred to Swami when

(i) he stood at the entrance (ii) Samuel was teaching arithmetic

(iii) he crossed the school gate (iv) he was on his way to school

Ans : ____________________

(b) Samuel was teaching–

(i) History (ii) Geography

(iii) English (iv) Mathematics

Ans : ____________________

(c) Swami informed Samuel that he attended the class at the insistence of his–

(i) mother (ii) fathe

(iii) headmaster (iv) class teacher

Ans : ____________________

(d) The bell for the last period went at–

(i) 4:30 a.m. (ii) 4:00 p.m.

(iii) 4:30 p.m. (iv) 5:00 p.m.

Ans : ____________________

(e) The person who went on leave was–

(i) the headmaster (ii) Samuel

(iii) the peon (iv) Swami's father

Ans : ____________________

B. Complete the following sentences with information from the text: 1×3=3

(i) Swami decided, to deliver the letter at ____________________

(ii) Swami was late by ____________________

(iii) Swami ran to the headmaster's room to ____________________

C. Answer the following questions: 2×2=4

(i) What did Swami hope, when he stood at the entrance to his class?

Ans : ____________________

(ii) What did Swami's father do with the letter at last?

Ans : ____________________

2. Read the poem and answer the questions that follow:

'Whenever you see an oak-tree felled, swear now you will plant two.
Unless you swear the black oak bark will wrinkle over you
And root you among the oaks where you were born but never grew.'
This was my dream beneath the boughs, the dream that altered me.
When I came out of the oakwood, back to human company,
My walk was the walk of a human child, but my heart was a tree.

A. Write the correct alternative to complete the following sentences: 1×4=4

(a) The child was threatened to be–

(i) sworn (ii) rooted (iii) barked (iv) felled

Ans : ____________________

(b) The colour of the oak bark is–

(i) black (ii) brown (iii) grey (iv) white

Ans : ____________________

(c) The child was altered by the–

(i) tribe (ii) old woman (iii) dream (iv) oak-trees

Ans : ____________________

(d) The child was asked to plant two trees against the felling of–

(i) one (ii) two (iii) three (iv) four

Ans : ____________________

B. State whether the following statements are 'True' or 'False'. Write 'T' for True and 'F' for False in the boxes on the right-hand side. Provide sentences/phrases/words in support of your answer: 2×2=4

(i) The child had his dream in human company. ☐

Supporting statement: ____________________

(ii) The child's heart was sympathetic to trees. ☐

Supporting statement: ____________________

READING COMPREHENSION (UNSEEN)

3. Read the following passage and answer the questions that follow:

Mr. Bean is a fictional character from the British comedy television programme, Mr. Bean. Rowan Atkinson created and portrayed him and made his first appearance on television in the pilot episode which first appeared on 1 January, 1990. Mr. Bean lives in flat 2, 12 Arbour Road, Highbury, London, England. His first name, which he refers to as Bean and his profession, if any, are never mentioned. In the first film adaptation, Bean, "Mr." appears on his passport in the first name field, and he is shown employed as a guard at London's National Gallery.

Mr. Bean wears a brown tweed jacket, a white shirt, a thin red tie, brown trousers, black shoes and a digital calculator watch. He occasionally changes his outfit to suit the scene he is in. Mr. Bean is childish and selfish. extremely competitive and brings various unusual schemes and contrivances to everyday tasks. He rarely speaks, and when he does, it is generally only a few mumbled words that are in a comically low-pitched voice.

Mr. Bean often seems unaware of basic aspects of the way the world works, and the programme usually features his attempts at what would normally be considered simple activities, such as going swimming, using a television set, redecorating or going to church. The humour largely comes from his original and often absurd solutions to problems — usually self-inflicted — and his total disregard for others when solving them.

The British actor and comedian Rowan Atkinson delighted television and film audiences with his comic creation 'Mr. Bean'. He cited the earlier comedy character Monsieur Hulot, created by French comedian and director Jacques Tati, as an influence on the character. Atkinson also cited the influence of Peter Sellers, who had previously played similar "fumbling fool" characters, notably Hrundi Bakshi in The Party (1968) and Inspector Clouseau in The Pink Panther films.

A. Tick the right answer: 1×6=6

(i) Mr. Bean first appeared–

(a) on television ☐ (b) in a movie ☐
(c) in comics ☐ (d) on stage ☐

(ii) The first name embedded in Mr. Bean's passport as–

(a) Mr. ☐ (b) Bean ☐
(c) Mr. Bean ☐ (d) Rowan ☐

(iii) Mr. Bean by profession is a/an–

(a) actor ☐ (b) director ☐
(c) guard ☐ (d) comedian ☐

(iv) The character of Monsieur Hulot is created by–

(a) Rowan Atkinson ☐ (b) Jacques Tati ☐
(c) Hrundi Bakshi ☐ (d) Inspector Clouseau ☐

(v) The roles of Inspector Clouseau and Hrundi Bakshi were played by–

(a) Monsieur Hulot ☐ (b) Peter Sellers ☐
(c) Jacques Tati ☐ (d) Rowan Atkinson ☐

(vi) Inspector Clouseau is a character of–

(a) Mr. Bean movies ☐ (b) The Party ☐
(c) The Pink Panther films ☐ (d) television programme ☐

B. Each of the following statements is either 'True' or 'False'. Write 'T' for 'True' and 'F' for 'False' in the boxes on the right-hand side. Also pick out suitable line(s) or phrase from the passage in support of your answers: (1+1) × 3 = 6

(i) Mr. Bean is a non-fictional character from the British society. ☐

Supporting statement: ____________________

(ii) Mr. Bean fully understands the worldly way of solutions to problems. ☐

Supporting statement: ____________________

(iii) Rowan Atkinson entertained the audience with his creation Mr. Bean. ☐

Supporting statement: ____________________

C. Answer the following questions: 2 × 4 = 8

(i) Where and when did Rowan Atkinson make his first appearance as Mr. Bean?

Ans. ____________________

(ii) What does Mr. Bean wear?

Ans. ____________________

(iii) How does Mr. Bean appear as a person?

Ans. ____________________

(iv) Where does the humour of Mr. Bean largely come from?

Ans. ____

____

____

Section - B

GRAMMAR AND VOCABULARY

4. Write the correct alternative to fill in the blanks: **1 × 3 = 3**

A farmer ____________ (accompanying/accompanies/accompanied) by his young son ____________ (driving/was driving/was being driven) his ass to the market in the hope of ____________ (sell/selling/sale) the ass for a good price.

5. Do as directed:

A. Fill in the blanks with appropriate articles and prepositions: **1 × 3 = 3**

Mr. Basu could not yell ____________ the little boy ____________ stealing some mangoes because he is ____________ very gentle and forgiving person.

B. **1 × 3 = 3**

(i) I was looking for a stag. (Change the voice)

Ans. ____

(ii) "I have not done my homework, sir", said Swami. (Change the mode of narration)

Ans. ____

iii) My elbow went clear through the kite, making a big hole. (Turn into a compound sentence)

Ans. ____

C. Choose the correct phrasal verbs from the list given below to replace the words underlined. Write the correct phrasal verbs in the boxes on the right-hand side changing the form, where necessary. There is one extra phrasal verb in the list. **1 × 3 = 3**

(i) They could not appear on time due to harsh weather.	
(ii) Have you read any book of the Harry Potter series?	
(iii) Did you reject the proposal?	

[give up, turn down, turn up, go through]

6. Given below are the meanings of four words which you will find in Question No. 3. Find out the words and write them in the appropriate boxes on the right-hand side. **2 × 4 = 8**

(i) imaginary	
(ii) numerical	
(iii) seldom	
(iv) entertained	

WRITING

7. Suppose you are the secretary of the Students' Club of your school. Write a notice for the students within 100 words informing them to attend a seminar on 'Conservation of Water'. You must inform them of the following points: **10**

[date, time and place of the seminar – chief guest and other experts – the programme in brief – compulsory attendance of the students]

prepared. **10**

boiling water – pouring into teapot – adding tea leaves – leaving for 3-4 minutes – pouring liquor into cups – adding sugar and milk – stirring well – serving hot with snacks

Date: 23rd June 2020, Time: 5 p.m. Place: Shaktigarh, Bardhaman

Incident: an auto knocked down by a train

Cause: level crossing not closed, auto tried to cross

Casualties: auto driver and a passenger died on the spot; two others seriously injured

Rescue work: local people sent the injured to hospital

Aftereffect: rail police arrested the gateman, people showed agitation

এখন পাওয়া যাচ্ছে

ঠাকুর পরিবারের অন্দরে মুসলিম বৃত্তান্ত

জাইদুল হক

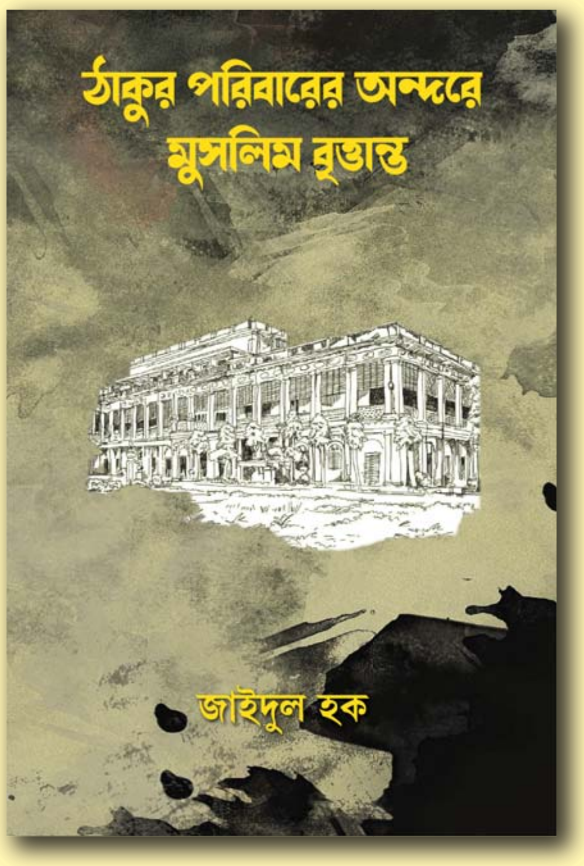

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ ঠাকুর পরিবারকে নিয়ে এখনও গবেষণার অন্ত নেই। সমাজজীবনে ঠাকুর পরিবারের অবস্থান আজও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর– পরিচিতির জগতে তাদের বংশ পরিচয়ের গৌরবগাঁথায় সবচেয়ে বেশি আলোচিত নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে মুসলিমদের যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার মধ্যে সম্প্রীতির ধারাকে সন্নিবিষ্ট করার উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থের অবতারণা।

ব্যাঙ ফকিরের

জুমলাবাজি

ড. দিলীপ মজুমদার

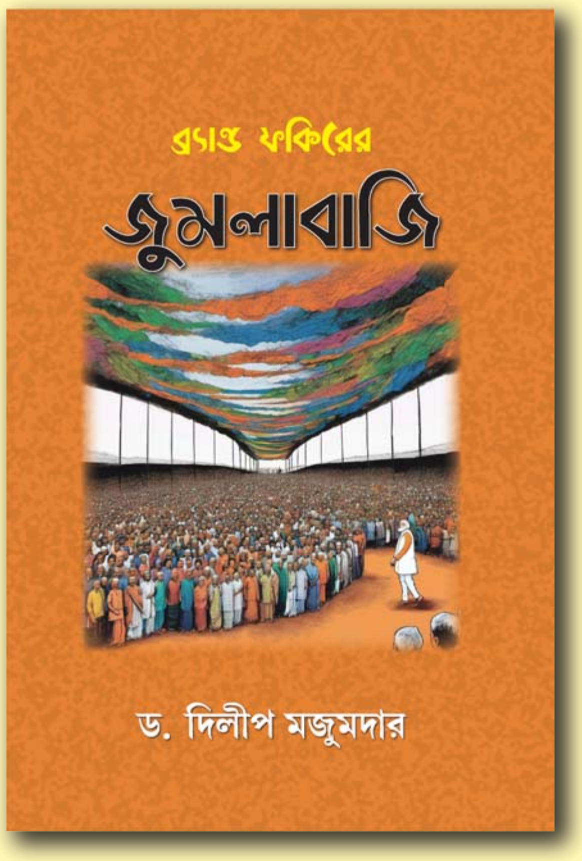

ভারতীয় রাজনীতিতে বিজেপির অনুপ্রবেশ ও আধিপত্য বিস্তারের একটি নিরপেক্ষ পর্যালোচনার প্রচেষ্টা করা হয়েছে এই বইতে। এই দলটির ডিজিটাল প্রচারযন্ত্র, আইটি সেলের গতিবিধি ইত্যাদি অত্যন্ত শক্তিশালী। অন্য বিরোধীদলগুলি সেই তুলনায় অনেক পিছিয়ে। সেই সঙ্গে আছে নিত্য-নতুন জুমলার আকর্ষণ।

আজই সংগ্রহ করুন

আপনজন পাবলিকেশন

৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৬ ● ফোন: ৯৬৭৪১৩৩৫৮০

নামী, তবে দামি নয়

R Since 2011

নিকটবর্তী ফার্নিচার স্টোরে আজই খোঁজ করুন

পাউডার কোটেড

স্টীল আলমারি | স্টীল শোকেশ

RIMEX
We Make Furniture For Needs

ডিলারশিপের জন্য ৯৭৩২৮৮০১১০

ফর্মুলা ওয়ানে তোলপাড়: মার্সিডিজ ছেড়ে ফেরারিতে যাচ্ছেন হ্যামিল্টন

আপনজন ডেস্ক: মার্সিডিজ ছেড়ে ফেরারিতে যাচ্ছেন—এমন সংবাদে এসে ফর্মুলা ওয়ান বিশ্ব কাঁপিয়ে দিয়েছেন ব্রিটিশ ড্রাইভার লুইস হ্যামিল্টন। ২০২৫ সাল থেকে ফর্মুলা ওয়ানের বিখ্যাত লাল কারে সাতবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে দেখা যাবে বলে জানিয়েছে বিবিসি, স্কাই স্পোর্টস, অটোস্পোর্ট, ইতালির সংবাদপত্র গাজেত্তা দেল্লো স্পোর্টসহ বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম।

মার্সিডিজের সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করে ২০২৫ মৌসুম পর্যন্ত থাকার ঘোষণা দিয়েছিলেন ৩৯ বছর বয়সী হ্যামিল্টন। তবে সংবাদমাধ্যমগুলো বলছে, এক মৌসুম পরই তিনি মার্সিডিজ ছেড়ে যেতে পারবেন—এমন শর্ত তাঁর চুক্তিপত্রে আছে।

হ্যামিল্টন ইতালিয়ান দলটিতে গেলে মোনাকোর শার্ল লেক্লেয়ারের সতীর্থ হবেন হ্যামিল্টন। ফলে এখনকার আরেক ড্রাইভার স্পেনের কার্লোস সাইঞ্জের সঙ্গে ২০২৪ সালের পর আর চুক্তি নবায়ন করবে না ফেরারি, এমন শোনা যাচ্ছে।

বিবিসি জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার দলের সদস্যদের ডেকে পাঠিয়েছেন মার্সিডিজের টিম ডিরেক্টর টোটো ওলফ। সেখানেই হ্যামিল্টনের মার্সিডিজ ছেড়ে যাওয়ার ঘোষণা তিনি দিতে পারেন।

২০২০ সালে সর্বশেষ ফর্মুলা ওয়ানের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে মাইকেল শুমাখারের রেকর্ড ছুঁয়েছিলেন হ্যামিল্টন। ২০২১ সালে শুমাখারকে ছাড়িয়ে যাওয়ার খুব কাছে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু আবুধাবিতে মৌসুমের শেষ গ্রাঁ প্রিতে বিতর্কিত এক রেসে রেড বুলের ম্যাক্স ভেরস্টাপেনের কাছে হেরে যান তিনি। এ নিয়ে নিজের হতাশাও লুকাননি হ্যামিল্টন। তাঁর মতে, শিরোপা 'চুরি' করা হয়েছে। এর পর থেকে ফর্মুলা ওয়ানে চলছে ভারস্টাপেনের রাজত্ব। একের পর এক রেকর্ড ভেঙে চলেছেন তিনি। অন্যদিকে ২০২১ সালের পর থেকে কোনো রেসই জিততে পারেননি হ্যামিল্টন। ফলে ফেরারি কিংবদন্তি শুমাখারকে ছাড়িয়ে যাওয়ার অপেক্ষা দীর্ঘই হচ্ছে তাঁর। ২০২২ সালে ড্রাইভার চ্যাম্পিয়নশিপে ষষ্ঠ ও ২০২৩ সালে তৃতীয় হন হ্যামিল্টন।

হ্যামিল্টনের ফেরারিতে যাওয়ার গুঞ্জন অবশ্য এবারই প্রথম নয়। এর আগে ফেরারি স্বীকারও করেছিল, ২০১৯ সালে হ্যামিল্টনের সঙ্গে ভবিষ্যতে তাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে আলোচনা হয়েছিল তাদের। এবার হ্যামিল্টনকে নিয়ে আবার এমন আলোচনা উঠলেও এখন পর্যন্ত কিছু জানায়নি ফেরারি।

ফেরারির এক মুখপাত্র বলেছেন, 'আমরা গুঞ্জন নিয়ে মন্তব্য করি না।' অন্যদিকে বার্তা সংস্থা এএফপি যোগাযোগ করলেও সাড়া দেয়নি মার্সিডিজ।

২০১৩ সালে ম্যাকলারেন ছেড়ে সবাইকে চমকে দিয়ে তখনকার নতুন দল মার্সিডিজ-এএমজি প্যাট্রোনাসে যোগ দেন হ্যামিল্টন। তাদের হয়ে ২০১৪ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে ছয়বার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হন তিনি। তবে সম্প্রতি মার্সিডিজের কার নিয়েও হ্যামিল্টনের হতাশা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অষ্টম শিরোপা জয়ের ক্ষেত্রে ফেরারি তাঁকে নতুন করে উজ্জীবিত করবে—এমনটিও ভেবে থাকতে পারেন ব্রিটিশ তারকা। তবে ফেরারি যে খুব একটা সুবিধাজনক অবস্থানে আছে, তা-ও নয়। ফর্মুলা ওয়ানের বিখ্যাত দলটি বেশ উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে গেছে। যদিও গত মৌসুমের শেষ দিকে বেশ ধারাবাহিক ছিল তারা। এরপরও গত মৌসুমে কনস্ট্রাক্টরস (দলীয়) চ্যাম্পিয়নশিপে রেড বুল ও মার্সিডিজের পেছনেই ছিল তারা।

মেসিকে দেখার সুযোগ দিতে ইন্টার মায়ামির উদ্যোগ

আপনজন: ইন্টার মায়ামিতে লিওনেল মেসির সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কী ছিল?

প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার আগে একটা ঘটনা বলা যাক। এক আড্ডায় একবার বাউল শাহ আবদুল করিম ভারতের প্রয়াত বাউলশিল্পী কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্যকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'ধরো, একটি আসরে তুমি গান গাইতে গেলে। সেখানে এক হাজার শ্রোতা গান শুনতে জমায়েত হতে পারে। কিন্তু তুমি দেখলে, তোমার গান শুনতে মাত্র তিনজন শ্রোতা এসেছে। তুমি গাইতে পারবে সেখানে?'

কালিকাপ্রসাদ এর উত্তরে বলেছিলেন, 'না, আমি গাইতে পারব না। কিছুতেই সেখানে গাইব না।' এই কথার পিঠে শাহ আবদুল করিম বলেছিলেন, 'আমি কিন্তু গাইব। আমি বাউল, আমার কাজ গানে গানে বাউলের দর্শন প্রচার করা। আমি যদি আমার গানের কথা তিনটি মানুষকেও বোঝাতে পারি, ওই তিনটি মানুষকেও যদি আনন্দ দিতে পারি, সেটাই আমার সার্থকতা!'

তা মেসি যখন গত বছর ইন্টার মায়ামিতে নাম লেখান, অনেককেই প্রশ্নটি করতে শোনা গিয়েছিল, ক্যাম্প ন্যুয়ে প্রায় এক লাখ দর্শকের সামনে খেলা আর্জেন্টাইন তারকা মায়ামিতে ১৮–১৯ হাজার দর্শকের সামনে খেলার প্রেরণা কীভাবে পাবেন? মেসি যখন বার্সেলোনায় ছিলেন, সে সময় ক্যাম্প ন্যুয়ের আসনসংখ্যা ছিল লাখের কাছাকাছি। আসন আরও বাড়াতে এখন সংস্কার চলছে বার্সেলোনার স্টেডিয়ামটির। ২০২১ সালে বার্সেলোনা ছেড়ে মেসি পিএসজিতে নাম লেখান। প্যারিসের ক্লাবটির এস্তাদিও অলিম্পিকোর আসনসংখ্যাও ছিল ৫০ হাজারের বেশি। ক্যারিয়ারের বেশির ভাগ সময়জুড়ে লাখ লাখ দর্শকের সামনে খেলা একজনের জন্য কয়েক হাজার মানুষের সামনে খেলাটা একটু কঠিনই। যেমনটা কঠিন অল্প কজন শ্রোতার সামনে কালিকাপ্রসাদের গান গাওয়া। দর্শক লাখ পেরিয়েছে, নাকি হাজার—এটা মেসির কাছে মুখ্য নয় বলে মনে হতেই পারে। যদিও এখানে টাকাপয়সার একটা ব্যাপার আছে। শাহ আবদুল করিম তো আর টাকার জন্য গান গাইতেন না। মেসির ইউরোপ ছেড়ে মার্কিন মুলুকে পাড়ি জমানোর পেছনে যেখানে অর্থ এবং আরও অনেক বৈষয়িক লাভের প্রশ্ন জড়িয়ে। স্টেডিয়ামে কম দর্শকের সামনে খেলা নিয়ে আক্ষেপটা হয়তো এতেই ঢেকে রাখেন।

'কোহলি আমার ছেলের মতো, খারাপ বলব কেন'

আপনজন ডেস্ক: অবশেষে সামনে এলেন চেতন শর্মা!

সামনে বলতে প্রায় এক বছর পর সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুললেন। গত বছর সাবেক এই ক্রিকেটারের কিছু কথা ভারতীয় ক্রিকেটে তোলপাড় ফেলে দিয়েছিল। যার জেরে বিসিসিআইয়ের প্রধান নির্বাচকের পদ ছাড়তে হয়েছিল। চেতনের তোলপাড় তোলা কথাগুলোয় অন্যতম চরিত্র ছিলেন বিরাট কোহলি। এত দিন পর তাঁর দাবি, কোহলি সম্পর্কে খারাপ কিছু বলেননি তিনি। তাঁকে নিজের ছেলের মতোই দেখেন বিশ্বকাপে প্রথম (১৯৮৭) হ্যাটট্রিক করা চেতন।

প্রায় তিন বছর ভারতীয় দলের প্রধান নির্বাচক ছিলেন চেতন। গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে জিও নিউজের গোপন ক্যামেরায় ধারণ করা 'স্টিং অপারেশন'-এ দেখা যায়, চেতন আড্ডার ছলে ভারত ক্রিকেট দলের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলছেন। এর মধ্যে আছে সাবেক অধিনায়ক ও বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলীর কোহলিকে পছন্দ না করা, যশপ্রীত বুমরাসহ বেশ কয়েকজন ক্রিকেটারের দ্রুত ফিট হয়ে ওঠার জন্য ইনজেকশন ব্যবহার এবং কোহলি-রোহিত শর্মার মধ্যে ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বের মতো চাঞ্চল্যকর সব তথ্য। প্রধান নির্বাচক হিসেবে এসব বিষয় চেতন কাছ থেকে দেখেছেন, শুনেছেন ও বুঝেছেন বলে জানান।

অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হওয়ার পর ভারতীয় ক্রিকেটে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়। এর মাধ্যমে খেলোয়াড়-নির্বাচক সম্পর্ক, প্রশাসক-নির্বাচক সম্পর্ক আস্থাহীনতার হুমকিতে পড়বে বলে আলোচনা উঠলে ১৭ ফেব্রুয়ারি প্রধান নির্বাচকের পদ ছাড়েন চেতন।

প্রায় এক বছর কাল এ নিয়ে ভারতের নিউজটোয়েন্টিফোর স্পোর্টসের সঙ্গে কথা বলেন ২৩ টেস্ট ও ৬৫ ওয়ানডে খেলা এই পেসার। স্টিং অপারেশনের ফাঁদে পড়ার বিষয়ে কথা উঠলে চেতন বলেন, 'দেখুন, যা ঘটেছে, তা আমার নিয়তিতে ছিল। ভবিষ্যতে যা ঘটবে, তা-ও নিয়তিতে আছে। আমি কখনো কারও ক্ষতি করিনি। কেউ আমার ক্ষতি করে থাকলে স্রষ্টা দেখছেন। তিনি এটার যথাযথ প্রতিদান দেবেন।'

৫৮ বছর বয়সী চেতন প্রধান নির্বাচক থাকা অবস্থায় কোহলির তিন সংস্করণের অধিনায়কত্বের ইতি ঘটে। অনেকের ধারণা, এ ক্ষেত্রে চেতনেরও ভূমিকা আছে। প্রসঙ্গটি তোলা হলে নিজেকে কোহলির বড় শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে তুলে ধরেন চেতন, 'বিরাট আমার ছেলের মতো, আমার চেয়ে অনেক ছোট। আমি কেন ওর সম্পর্কে খারাপ বলব? সে যখন দেশের হয়ে ভালো খেলে, আমার ভালো লাগে। আমি প্রার্থনা করি, সে যেন আরও সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়ে।'

কোহলির মতো রোহিত সম্পর্কেও বেশ ভালো ধারণা চেতনের, 'অল্প যে কয়েকজন খেলোয়াড় দলের জন্য নিজের স্বার্থকে ছাড় দেয়, রোহিত তাদের একজন। দলকে সামনে থেকেই নেতৃত্ব দেয়। একজন ওপেনার যদি প্রথম ১০ ওভারে ৮০ রান তুলে দিয়ে যায়, অন্য ব্যাটসম্যানরা সহজেই ৩০০-তে নিয়ে যেতে পারে।'

বেফাঁস কথা বলে বিসিসিআই থেকে বেরিয়ে গেলেও আবার ভারত ক্রিকেট বোর্ডে কাজ করার ইচ্ছা আছেন চেতনের, 'আমাকে যদি আবার সুযোগ দেওয়া হয়, আমার ভালো লাগবে। আমি আবারও কাজ করতে চাই। এটা আনন্দের ব্যাপার।'

পন্থের ভয়ংকর অভিজ্ঞতা: 'দুনিয়াতে আমার সময় শেষ ভাবনা এসেছিল'

আপনজন ডেস্ক: ৩০ ডিসেম্বর, ২০২২। সেদিন গাড়ি দুর্ঘটনায় জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ছিলেন ঋষভ পন্থ। দুর্ঘটনার পর তাঁর মাথায় প্রথম যে ভাবনাটা এসেছিল, 'দুনিয়াতে আমার সময় শেষ।' ভারতের এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান অবশ্য 'দ্বিতীয় জীবন পেয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান' মনে করেন। দুর্ঘটনাটি পন্থকে জীবন নিয়ে একটি শিক্ষাও দিয়েছে—সব সময় নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস রাখতে হয়। ২২ মার্চ থেকে শুরু হতে যাওয়া আইপিএলের নতুন মৌসুম দিয়ে মাঠে ফেরার অপেক্ষায় এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান।

স্টার স্পোর্টসের সঙ্গে ভয়াবহ সেই দুর্ঘটনা নিয়ে কথা বলেছেন পন্থ। সব সময় নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস রাখার যে শিক্ষাটা পন্থ পেয়েছেন, তার ওপর ভিত্তি করেই অনুষ্ঠানটির নাম দেওয়া হয়েছে 'বিলিভ: টু ডেথ অ্যান্ড ব্যাক।' আজ বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হবে। ২৬ বছর বয়সী ক্রিকেটার সেখানে অনেক বিষয় নিয়েই কথা বলেছেন।

দুর্ঘটনা তো আছেই, মানসিক অবস্থা, ২০২৩ অ্যাশেজ দেখার আনন্দ এবং আর কখনো গাড়ি চালাবেন কি না—এসব বিষয়ে মন খুলে কথা বলেছেন পন্থ।

ভারতের হয়ে ৩৩ টেস্ট, ৩০ ওয়ানডে ও ৬৬টি-টোয়েন্টি খেলা পন্থের এই সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে গত বছর ২৪ আগস্ট বেঙ্গালুরুতে। তার ৮ মাস আগে পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে দিল্লি থেকে গাড়ি চালিয়ে রুর্কি যাচ্ছিলেন পন্থ। সড়কে ডিভাইডারের সঙ্গে ভয়াবহ সংঘর্ষ হয় তাঁর গাড়ির। তা নিয়ে পন্থ বলেছেন, 'জীবনে প্রথমবারের মতো সব আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম দুনিয়াতে আমার সময় শেষ।'

দুর্ঘটনায় শরীরে বড় আঘাত পেয়েছিলেন তিনি। তবে আরও বড় কিছু না হওয়ায় নিজেকে সৌভাগ্যবানও মনে করেন পন্থ, 'জীবনে প্রথমবারের মতো ওই রকম (মৃত্যু) কিছু মনে হয়েছিল। সেই দুর্ঘটনার সময় শরীরে কতটা আঘাত পেয়েছি, সেটা জানতাম। তবে আরও খারাপ হতে পারত, সেটি না হওয়ায় নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি।'

দুর্ঘটনার পর দেরাদুনের হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয় পন্থকে। সেখান থেকে উড়োজাহাজে করে তাঁকে মুম্বাই নিয়ে গিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। কয়েক দফা অস্ত্রোপচার করে তাঁর ডান হাঁটুর তিনটি লিগামেন্ট পুনঃ স্থাপন করা হয়।

এরপর বেঙ্গালুরুতে ভারতের জাতীয় ক্রিকেট একাডেমিতে পুনর্বাসন সারেন পন্থ। সেরে ওঠার প্রক্রিয়া নিয়েও কথা বলেছেন পন্থ, 'দুনিয়ার অন্য বিষয় থেকে নজর সরিয়ে আমি সেরে ওঠায় মনোযোগী ছিলাম। বড় কোনো আঘাতে এমন মানসিকতা সেরে ওঠায় সাহায্য করে। সে জন্য প্রতিদিনই আপনাকে একই কাজ করতে হয়, যেটা বিরক্তিকর ও হতাশার। কিন্তু সেরে উঠতে হলে করতেই হবে।'

পন্থ দ্রুত সেরে ওঠায় আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। চিকিৎসক তাঁকে বলেছিলেন, পুরোপুরি সেরে উঠতে ১৬ থেকে ১৮ মাস সময় লাগবে। পন্থ তখন চিকিৎসককে বলেছিলেন, যে সময়ই বেঁধে দেওয়া হোক না কেন, আরও দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন তিনি, 'ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব বেশি ভাবতে চাই না। চিকিৎসকের কাছে জানতে চেয়েছিলাম সেরে উঠতে কত দিন লাগবে? তাকে বুঝিয়ে বলেছিলাম, সবাই এ নিয়ে নানা কথা বলছে। আপনি আমাকে সঠিক তথ্য দিন। তখন চিকিৎসক বলেছিলেন, ১৬ থেকে ১৮ মাস সময় লাগবে। আমি তাঁকে বলি, আপনি যে সময়ই বেঁধে দেন না কেন, আমি সেখান থেকে ছয় মাস সময় কমিয়ে ফেলব।'

দুর্ঘটনার পর পন্থের এসইউভি গাড়িতে আগুন ধরার আগে তাঁকে বের করেছিলেন রজত কুমার ও নিশু কুমার নামে দুই ব্যক্তি। গত জানুয়ারিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে পন্থ বলেছিলেন, তিনি তাদের কাছে 'চিরকালের জন্য কৃতজ্ঞ ও ঋণী।'

দুর্ঘটনার পর পন্থ বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর ডান হাঁটু ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে স্থানচ্যুত হয়েছে এবং মুখ থুবড়ে পড়ে ছিলেন গাড়িতে, 'আশপাশে কাউকে বলেছিলাম, আমার হাঁটুটা জায়গামতো বসাতে পারবে কি না। তারা হাঁটুকে সঠিক জায়গায় বসিয়ে দেন।'

সে সময় ব্যথায় কাতর ছিলেন পন্থ। পরে বুঝতে পেরেছিলেন, সৌভাগ্যবশত জীবনটা বেঁচেছে এবং পা-ও হারাতে হয়নি, 'কোনো স্নায়ু বিকল হলে অঙ্গহানির সম্ভাবনাও থাকে। এটা ভাবার পরই ভয় পেয়েছিলাম।' পন্থ বরাবরই মজার মানুষ এবং কৌতুকপ্রিয়। দুর্ঘটনার পর গাড়ির আকৃতি পাল্টে যাওয়া নিয়ে মজাও করেছেন, 'আমি এসইউভি নিয়ে বের হয়েছিলাম। পরে দেখি সেটা সেডান হয়ে গেছে।'

'ভাইরাল' হয়ে জাতীয় দলে আসা বশিরের এখন প্রমাণের সময়

আপনজন ডেস্ক: রাতারাতি তারকা! অথচ এখনো কিনা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলেনইনি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট না খেলেও কি ক্রিকেটাররা তারকা হতে পারেন? এমন প্রশ্ন কেউ করলে উত্তরটা একটু ভেবেচিন্তেই দিতে হবে। তবে এ সময়ে এসে বোধ হয় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট না খেলেও তারকা হওয়া সম্ভব। সেটা ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট খেলে। তবে ইংলিশ স্পিনার শোয়েব বশিরের ক্ষেত্রে ঘটনা ভিন্ন। তিনি আলোচনায় উঠে এসেছেন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায়। সেটা ভারতে আসার ভিসা না পেয়ে! এরপর কী হলো?

ইংলিশ অধিনায়ক বেন স্টোকসের নেতৃত্বে ইংল্যান্ড দল ভারতে গেল ঠিকই, সেটা মনে ক্ষোভ নিয়ে। প্রথম টেস্টের আগের দিন দুই অধিনায়কের সংবাদ সম্মেলনে তো আলোচনার প্রধান বিষয়ই হয়ে উঠেছিলেন এই বশির। খেলা ছাড়িয়ে যা ছড়িয়ে পড়েছে রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও। প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে খোদ ব্রিটিশ সরকার। এরপর যখন ভিসা পেয়ে ভারতে গেলেন, পুরো ইংল্যান্ড দল তাঁকে বিশেষভাবে বরণ করে নিয়েছে। তারকাদের নিয়েই তো এমন হয়, নাকি!

'তারকা' বশির ইংল্যান্ডের ঘরোয়া ক্রিকেটেও কিন্তু খুব একটা পরিচিত মুখ নন। পরিচিত হওয়ার জন্য তো বেশি বেশি ম্যাচ খেলতে হবে! ক্যারিয়ারে এখন পর্যন্ত মাত্র ছয়টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছেন সমারসেটের এ অফ স্পিনার। লিস্ট 'এ' ম্যাচ ৭টি, টি-টোয়েন্টি ৪টি। প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক, তাহলে শোয়েব বশির ইংল্যান্ডের টেস্ট দলে ঢুকে গেলেন কীভাবে?

এ জন্য শোয়েব বশির সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও অ্যালিস্টার কুককে একটা ধন্যবাদ দিতেই পারেন। গত বছরের জুনে কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে অভিষেক হয় বশিরের। সেখানে নিজের প্রথম ওভারে কুককে দুবার পরাস্ত করেন বশির। এরপর কুককে করা তাঁর ২৫টি বলের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করে কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপ। সেই ভিডিও দেখেই বশিরের ওপর চোখ পড়ে স্টোকসের। তা বশির কুককে ধন্যবাদ দেবেন কেন? কারণ, ব্যাটসম্যানের নাম কুক না হলেও হয়তো সেই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করাই হতো না। কিংবা কে জানে, ছড়িয়ে সেটা স্টোকসের চোখ পর্যন্ত পৌঁছাত না।

সেই ভিডিও দেখে বশিরকে দলে নেওয়ার কারণটাও শুনুন স্টোকসের মুখেই, 'আমি কিছু একটা দেখেছি। যে উচ্চতা থেকে ও বল করে, তাতে স্বাভাবিকভাবেই ও বলে অনেক জোর দেয়, বল অনেক বেশি ঘূর্ণন থাকে। ভেবেছি, এটা ভারতে খুব কাজে দিতে পারে।'

স্টোকসের মনের ভাবনা তো বশিরের জানার কথা নয়। যে কারণে নিউজিল্যান্ড থেকে 'কে না কে ফোন করেছে' ভেবে ইংল্যান্ডের টেস্ট দলের কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককালামের কলই রিসিভ করেননি, অথচ ম্যাককালাম তাঁকে দলে নেওয়ার সংবাদই দিতে চেয়েছিলেন। ফোনে না পেয়ে ম্যাককালাম এরপর হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠান বশিরকে।

ভিডিও দেখে বশিরের বোলিং সম্পর্কে যে ধারণা করেছিলেন স্টোকস, নেটে তাঁকে খেলার অভিজ্ঞতার সঙ্গে তা মিলে গেছে। আবুধাবিতে ইংল্যান্ডের অনুশীলন সেশনে বশিরের বোলিংয়ে খেলার পর স্টোকস বলেছেন, 'আবুধাবিতে ও একই বল বারবার করেনি। ও তরুণ, তবে নিজের পথটা খুঁজে নিতে জানে। বশির একটা স্পঞ্জ (দ্রুত শিখতে পারে বোঝাতে)।'

৬ ফুট ৪ ইঞ্চির বশিরের কাছে যে প্রত্যাশা কিংবা চমক আশা করছে ইংল্যান্ড, তার প্রতিদান দেওয়ার সময় এসেছে। কারণ, আগামীকাল শুরু হতে যাওয়া বিশাখাপত্তনম টেস্টে অভিষেক হতে যাচ্ছে তাঁর। জ্যাক লিচ চোটে পড়ায় তাঁকে দলে নেওয়া নিয়ে নিয়ে দ্বিতীয়বার ভাবতে হয়নি ইংল্যান্ডের।

টেস্ট ক্রিকেটে মাত্র ২০ বছর ১২ দিনেই অভিষেক হতে যাচ্ছে বশিরের। এর চেয়েও কম বয়সে টেস্ট খেলে ফেলার অনেক উদাহরণ আছে। ইংল্যান্ডের হয়েই তো এর চেয়ে কম বয়সে অভিষেক হয়েছে আরও আটজনের।

ইংল্যান্ডের রেকর্ডটা যাঁর, সেই রেহান আহমেদ তো এই টেস্টেও বশিরের সঙ্গী। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে করাচিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট অভিষেকের দিন রেহানের বয়স ছিল ১৮ বছর ১২৬ দিন।

কনিষ্ঠ ক্রিকেটারদের কথা যখন বলা হচ্ছে, তখন 'বয়স্ক' ক্রিকেটারের কথাও বলতে হয়। ৪১ বছর বয়সী জেমস অ্যান্ডারসন ভারতের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টে দলে ফিরেছেন। প্রথম টেস্টে পেসার হিসেবে খেলেছিলেন মার্ক উড। তাঁর জায়গায় দ্বিতীয় টেস্টের দলে এসেছেন ৬৯০ টেস্ট উইকেটের এই মালিক। যাঁর টেস্ট অভিষেক হয়েছিল রেহান ও বশিরের জন্মের আগে!

কে হবেন বার্সেলোনার পরবর্তী কোচ?

আপনজন: মৌসুম শেষ হতে এখনো বাকি ৬ মাস। তবে এরই মধ্যে পরবর্তী কোচ খোঁজা শুরু করতে হচ্ছে স্প্যানিশ ক্লাব বার্সেলোনাকে। আগামী ৩০শে জুনের পর দায়িত্ব ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছেন বার্সার বর্তমান কোচ জাভি হার্নান্দেজ । জাভির স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন এমন বেশ কয়েকজনকে নিয়ে গুঞ্জন। যাদের মধ্যে বার্সেলোনার সাবেক ও পিএসজির বর্তমান কোচ লুইস এনরিকে, বায়ার্ন মিউনিখ ও জার্মানির সাবেক কোচ হ্যান্সি ফ্লিক ও লিভারপুলের বর্তমান কোচ ইয়ুর্গেন ক্লপের নাম রয়েছে। জার্মান সংবাদমাধ্যম বিল্ডের মতে বার্সেলোনার পরবর্তী কোচ হতে পারেন ফ্লিক। বার্সা সভাপতি হুয়ান লাপোর্তা নাকি জাভির জায়গায় তাকে কোচের দায়িত্ব দিতে চান। ইতিমধ্যে ফ্লিকের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টাও শুরু করেছেন তিনি। এর আগে ২০২১ সালেও তাকে প্রস্তাব দেন লাপোর্তা। তখন ব্যর্থ হন তিনি। লাপোর্তা মনে করেন।

বার্সেলোনার বর্তমান স্কোয়াডের খেলোয়াড়রা ফ্লিকের কোচিং কৌশলেই সফল হবেন।

বায়ার্ন মিউনিখের কোচ হিসেবে ৭টি শিরোপা জেতা এই কোচ পরে দায়িত্ব নেন জার্মানি জাতীয় দলের। তবে সেখানে অবশ্য ব্যর্থ হয়ে চাকরি হারান ফ্লিক। বর্তমানে বেকার এই জার্মান কোচ হতে পারেন বার্সার পরবর্তী বস।

জাভির মতো ক্লপও চলতি মৌসুম শেষে লিভারপুলের দায়িত্ব ছাড়ার ঘোষণা দেন। একই সঙ্গে বলেছেন ইংল্যান্ডে অন্য কোনো ক্লাবকে কোচিং করাবেন না তিনি। বিল্ডের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ক্লপের দিকেও নজড় আছে লাপোর্তার।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**